চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 August, 2020 ■ আগরতলা, ১১ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মণিপুরে আস্থা ভোটে জয়ী বিজেপি জোট

সংকটে কংগ্রেস, দলীয় ছয় বিধায়কের পদত্যাগ

ইমফল, ১০ আগস্ট (হি. স.)।। আস্থা ভোটে শক্তি প্রদর্শন করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং। কংগ্রেসের আট বিধায়ক এদিন বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ধ্বনি ভোট জয়ী হয়েছে বিজেপি জোট সরকার।

প্রসঙ্গত, মণিপুর বিধানসভায় একদিকে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং আস্থা প্রস্তাব আনেন। অন্যদিকে বিরোধী কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেন।

গত কয়েকদিন ধরেই মণিপুরে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল। গত ১৭ জুন মণিপুরে বিজেপি জোট সরকার বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। ছয় জন সদস্য সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং বিজেপির ৩ জন বিধায়ক দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস গত ২৮ জুলাই বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু, তা মঞ্জুর হয়নি। বরং, গত ৭ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং আস্থা প্রস্তাব পেশ করেন।

কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে গোবিন দাস মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার হুইপ জারি করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, কংগ্রেসের সকল বিধায়ক ১০ আগস্ট সকাল ১১টায় বিধানসভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং আলোচনায় অংশ নেবেন। শুধু তা-ই নয়, মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশ মোতাবেক ভোট দেবেন। কিন্তু, এদিন কংগ্রেসের আট বিধায়ক বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বর্তমানে অধ্যক্ষ সহ ৫৩ সদস্য রয়েছেন। কারণ, চারজন বিধায়কের দলত্যাগ বিরোধী আইনে বিধায়ক পদ খারিজ হয়েছে এবং তিন বিজেপি বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। এমনিতে, কংগ্রেসের বিধায়ক রয়েছেন ২৪ জন এবং শাসক বিজেপি জোটের বিধায়ক সংখ্যা ২৯। তাতে ১৮ জন বিজেপি দলের এবং চারজন করে সদস্য এনপিপি এবং এনপিএফ-এর। এছাড়া, একজন করে সদস্য রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস, লোক জনশক্তি পার্টি-র এবং একজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন।

এদিকে, নাটকীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রাবণের শেষ সোমবার আগরতলীয় শিব আরাধনায় ভক্তরা। ছবি নিজস্ব।

করোনায় আক্রান্ত প্রণব মুখার্জী

নয়াদিল্লী, ১০ আগস্ট।। করোনায় আক্রান্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সফল অস্ত্রোপচারের পর ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। সোমবার তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়। সংবাদ সূত্রে খবর, ওই অস্ত্রোপচারের সাহায্যে প্রণববাবুর মস্তিষ্কে জমে থাকা রক্ত বা ব্লাড ক্লট বার করে দেওয়া হয়েছে। এর পর তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে। আপাতত দিল্লির সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। প্রণববাবুর দ্রুত আরোগ্যকামনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় মৃত্যু আরও একজনের নতুন আক্রান্ত ১৬৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। রাজ্যে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হয়েছেন নতুন করে আরও ১৬৪ জন। সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলার এক মহিলা এজিএমসিতে সোমবার মৃত্যু বরণ করেছেন করোনা যুদ্ধে। এদিকে, এদিন ২৭৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১৬৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এর মধ্যে উত্তর জেলার ১৮ জন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসককে থুতু অভিযুক্তদের টিআই প্যারেড অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। চিকিৎসককে থুতু মামলায় অভিযুক্ত চারজনের টিআই প্যারেড করা হয়েছে সোমবার কেন্দ্রীয় কারাগারে। এদিন ১ঃ৯ অনুপাতে তাদের টি আই প্যারেড হয়। প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল মেডিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে হয় এই টি আই প্যারেড। আক্রান্ত চিকিৎসক সংগীতা চক্রবর্তী এই টিআই প্যারেডে অংশ নেন।

বিধিনিষেধ আরও শিথিল করে আজ থেকে রাজ্যে শুরু আনলক-২

আগরতলা, ১০ আগস্ট (হি.স.)।। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু রেখে ত্রিপুরার বাকি অংশে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে আনলক-২ বিধিনিষেধ আরও শিথিল হচ্ছে। সমস্ত দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খুলবে। গণ-পরিবহণ ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে। তবে, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। আগের মতোই রাত্রিকালীন কার্ফিউ রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ১১ আগস্ট ভোর ৫টা থেকে ৩১ আগস্ট দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওই আদেশ কার্যকর থাকবে।

করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন আনলক শুরু হয়েছে। তাতে, বিধিনিষেধে ছাড় আরও বাড়ানো হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যসচিব আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আনলক-২-এর নির্দেশিকা ঘোষণা করেছেন। তাতে, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন জারি রাখা হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে। সর্বশেষ করোনা আক্রান্ত চিহ্নিত হওয়ার ১৪ দিন নতুন করে আক্রান্তের খবর পাওয়া না গেলে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা অরেঞ্জ জোন হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তেমনি, করোনা আক্রান্ত সুস্থ হওয়ার ১৪ দিন পর্যন্ত নতুন করে কেউ সংক্রমিত না হলে ওই এলাকা করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

এদিকে, আনলক-২-তে সমস্ত দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে পারস্পরিক দূরত্ব এবং মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দোকানে সামনের অংশে দাঁড়ানোর জায়গায় ১ মিটার স্থান থাকলে এক জন মাত্র গ্রাহক দাঁড়াতে পারবেন। তেমনি, দুই মিটার হলে দুজন দাঁড়াতে পারবেন। বাকিদের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে।

সমস্ত সরকারি অফিস আগামীকাল থেকে পুরো মাত্রায় শুরু হবে। সেক্ষেত্রে রোস্টার ভিত্তিতে কর্মীদের অফিসে যাওয়ার পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। সকল সরকারি কর্মচারীদের কাল থেকে অফিসে যেতে হবে। তবে, এক্ষেত্রেও পারস্পরিক দূরত্ব এবং মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অফিসে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় হাত স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রতিনিয়ত অফিস স্যানিটাইজ করার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। তবে অফিসে একত্রিত হয়ে বৈঠকে সর্বোচ্চ ২০ জনের উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক প্রেয়সীকে অস্বীকার করায় গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। খোয়াই থানার পুলিশ ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত এক যুবককে আটক করেছে। আটক যুবকের নাম টোটন ঘোষ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবককে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রতিবেশী এক যুবতীর সঙ্গে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে টোটন ঘোষ নামে ওই যুবকের।

সম্পর্কের জেরে ওই যুবতীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। সম্প্রতি ওই যুবক তার প্রেমিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তখন ওই পরিবারের লোকজন তাকে আটক করার চেষ্টা করেন। তাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্তের সুস্থতায় দেশে ৪র্থ ও নমুনা পরীক্ষায় ৫মে ত্রিপুরা

আগরতলা, ১০ আগস্ট (হি.স.)।। সারা দেশের তুলনায় ত্রিপুরা করোনা আক্রান্তের সুস্থতার নিরিখে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এমন-কি, নমুনা পরীক্ষায় মাত্র চারটি রাজ্য ত্রিপুরা থেকে এগিয়ে রয়েছে। পরিকাঠামোগত ত্রুটি সত্ত্বেও ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা কঠোরভাবে করোনা মোকাবিলা জারি রেখেছে। সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জোর গলায় দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সুস্থতার হার ৭৫ শতাংশ। সে দিক দিয়ে সারা দেশে সুস্থতার হারে ত্রিপুরা থেকে এগিয়ে রয়েছে দিল্লি, গুজরাট এবং তামিলনাড়ু। তাঁর দাবি, দেশের ৩২ রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা সুস্থতার হারে এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে দিল্লি ৮৯.৮০ শতাংশ, তামিলনাড়ু ৮০.৩৮ শতাংশ এবং গুজরাতে ৭৬.৩২ শতাংশ সুস্থতার হার রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, করোনা আক্রান্তের হারে জাতীয় গড় যেখানে ৯.০২ শতাংশ, ত্রিপুরায় ওই হার ৩.০৬ শতাংশ। এদিকে, করোনা আক্রান্ত মৃতের দিক দিয়েও ২১টি রাজ্যের তুলনায় ভালো অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে, নমুনা পরীক্ষায় ত্রিপুরা থেকে মাত্র চারটি রাজ্য এগিয়ে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নমুনা পরীক্ষায় জাতীয় গড় প্রতি লাখে ১৭,৮১৪। সে তুলনায় ত্রিপুরায় নমুনা পরীক্ষায় গড় প্রতি লাখে ৫০,৭২৪। তিনি বলেন, নমুনা পরীক্ষায় লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি এবং গোয়া এগিয়ে রয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরায় ১ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ৩১,২২৭ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গড়ে প্রতিদিন ৩,৪৪৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছে স্বাস্থ্য দফতর।

শিক্ষামন্ত্রী এদিন কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিস্তারিত হিসাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ২৮,৯৩৯টি অ্যান্টিজেন কিট এবং ৫,০১৬টি আরটি-পিসিআর কিট মজুত রয়েছে। আরও ৫০ হাজার অ্যান্টিজেন কিটের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, পিপিই কিট যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবং ভেন্টিলেটর ৯৮টি ও ৪১৪টি অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত আছে।

সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরে নেশা সামগ্রী সহ পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফ জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১০ আগস্ট।। সাব্রুমে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সিসি ক্যামেরা দিয়ে নজরদারি চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেল বিএসএফের ৩১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিএস এফ- এর ৩১ নং ব্যাটালিয়ন গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শ্রীনগরের কৃষ্ণনগর এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে সিসি ক্যামেরা দিয়ে কড়া নজরদারি চালিয়ে জামিল মিয়া নামে এক অপরাধীকে সাড়ে নয় কেজি গাঁজাসহ আটক করে বিএসএফের এ এস আই রামলালের নেতৃত্বে থাকা জওয়ানরা।

প্রথমে আটটা বাজার কিছুটা সময় আগে কনস্টেবল সতীশ কুমারের চোখে পড়ে জামিল মিয়া ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সতীশ কুমার জামিল মিয়াকে আটক করলে জামিল মিয়া সতীশ কুমারকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এএসআই রামলাল এসে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিএসএফের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে নয় কেজি গাঁজা উদ্ধার করে বলে জানান বিএসএফের ৩১ নং ব্যাটেলিয়ানের সেকেন্ড ইন কমান্ড বিবেক সিং।

সিসিটিভি সংক্রান্ত সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিবেক সিং জানান ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি ক্যামেরা চালু থাকে এবং বিএসএফের একটি দল এই সিসিটিভি ক্যামেরায় পাওয়া ছবির বিশ্লেষণ করে তাদের আগামীর কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার সাথে ফস্টিনস্টি, ধৃত যুবক তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া পুলিন পুরে একটি গ্যারেজে অবৈধ কাজ করার সময় এক যুবককে ধরে ফেলেন স্থানীয় জনগণ।জানা যায় এক মহিলার সঙ্গে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল এক যুবক।গ্যারেজে নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওই যুবক মহিলার সঙ্গে অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। ঘটনাটি টের পেয়ে স্থানীয় জনগণ পুলিশকে খবর দেন । খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ছুটে আসে।ততক্ষণে ওই মহিলা সেখান থেকে গা-ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তবে থানায় নিয়ে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই পুলিনপুর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মঘাতী হলো এক যুবক। আত্মঘাতী যুবকের নাম জয়দেব দাস। বাড়ি উদয়পুর। রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের পার্শবর্তী এলাকায় তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার সকালে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশকে খবর দেন।

পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতের ভাই জানায় অপর এক যুবতীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। মেয়ের বাড়ির লোকেরা এই সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি হয়নি। অপর এক যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার দিন তারিখ চূড়ান্ত হয়। সোমবার ওই যুবতীর দিন ধার্য হয়। সে কারণেই ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ওই যুবক শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে যে মেয়েটির সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে কিংবা তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে বন্ধ রেল পরিষেবা

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.)।। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে চলবে না কোনও লোকাল ট্রেন ও মেট্রো রেল। সোমবার রেল বোর্ডের পক্ষ থেকে সব বিভাগের ডিআরএম-দের নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল। ফলে আপাতত অক্টোবর অর্থাৎ পুজোর আগে এই রেল বা মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। কারণ, অক্টোবরের শেষেই পুজো।

রেল মন্ত্রকের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফের কলকাতা ও শহরতলীয় কয়েক কোটি মানুষের আশা মাঠেই মারা গেল। গত চার-পাঁচ মাস ধরে যেভাবে সমস্যা নিয়েই কার্যক্ষেত্রে অনেকেই যাচ্ছেন, সেই ভোগান্তি আরও বাড়ল।

এর আগে ১২ অগস্ট পর্যন্ত লোকাল ট্রেন ও মেট্রো রেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রেলমন্ত্রক। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই ফের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হত্যার লক্ষ্যে ব্রিজের উপর থেকে ফেলা হল লরির সহচালককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। ফটিকরায় এর বিদ্যাসাগর সেতুর নিচ থেকে এক লরির সহ চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম বাপি ঘোষ। বাড়ি আগরতলার নরসিংগর এলাকায়। জানা যায় ৮২ মাইল এলাকায় লরির ভেতরে রাতে ঘুমিয়ে ছিল ওই যুবক। রাত্রে অপর দুই ব্যক্তি তাকে লরির ভেতর থেকে টেনে বের করে নিয়ে যায়। ফটিকরায় বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর থেকে নিচে ফেলে দেয় তাকে। সোমবার সকালে স্থানীয় লোকজন উলঙ্গ অবস্থায় ওই যুবককে সেতুর নিচে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পাঠানো হয় থানায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কেন তাকে লরির ভেতর থেকে বের করে নিয়ে সেতুর উপর থেকে ফেলে দিয়েছে সে সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পূর্ব বিরোধের জের ধরে তাকে সেতুর উপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য মোটর শ্রমিক দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

উল্লেখ্য প্রায় সময়ই মোটর শ্রমিক দের ওপর এক ধরনের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। ফলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত রায়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১০ আগস্ট (হি.স.)।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত রায়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। সর্বোচ্চ আদালতের কাছে ওই রায়ের স্পষ্টীকরণ জানার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও চর্চা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের একান্তবাসের মেয়াদ সমাপ্ত হলে ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সোমবার এ-কথা বলেন ত্রিপুরার আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বহু চর্চিত ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক মামলায় সুপ্রিমকোর্ট চূড়ান্ত রায় দিয়েছে। শীর্ষ আদালত সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিলেও, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের শিক্ষক পদে নিয়োগ এবং বিকল্প কর্মসংস্থানে ছাড় দিয়েছে।

আজ ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেছেন।

শিবিরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, চাকরুর নিশ্চয়তার প্রশ্নে বিভিন্ন আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্দোলনকে ত্রিপুরা সরকার মানবিকতার দৃষ্টিতেই দেখছে।

তিনি বলেন, সুপ্রিমকোর্ট চাকরিচ্যুত শিক্ষক মামলায় চূড়ান্ত রায় দিয়েছে। আমরা কিছু আবেদন রেখেছিলাম। সে বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। তাঁর কথায়, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে কিছু ছাড় চেয়ে সুপ্রিমকোর্টে হলফনামা দিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। কিন্তু আমাদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে নিয়োগে ছাড়ের বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে। তাই, সর্বোচ্চ আদালতের রায় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, রায় নিয়ে অস্পষ্টতা দূর করার জন্য পুনরায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী ১২ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর গৃহ একান্তবাসের মেয়াদ সমাপ্ত হবে। এর পরই এ-বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষক এবং বেকার উভয়ের প্রতি দায়বদ্ধ এবং সহানুভূতিশীল। ফলে, কারোর সাথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানীয়ায় নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। জিরানিয়া থানা এলাকার উত্তর জয়নগরে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম যুগল দেববর্মা। বাড়ির কিছুটা দূরে জঙ্গলে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেছে।যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন।পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশ পুলিশে খবর পাঠান।খবর পেয়ে জিরানিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।সেখান থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ।

ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে পাহাড়ী এলাকায় জঙ্গী আনাগোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদীদের একাংশের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে।বিশেষ করে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীদের এই তৎপরতা বৃদ্ধি বলে জানা গেছে। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে জড়ো হচ্ছে বলে জানা গেছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট খবর থাকার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরা আনাগোনা বৃদ্ধি করেছে।উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যের কোথাও যাতে কোনো ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সন্ত্রাসবাদীরা সংগঠিত করতে না পারে সেজন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের রাঘনা সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের টহল বাড়ানো হয়েছে।

বিএসএফের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর রয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। সুযোগ পেলে তারা যেকোনো জায়গায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করতে পারে বলেও খবর রয়েছে।এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন দেশের স্বাধীনতা দিবসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রীতিমত হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর চক্রান্তে লিপ্ত হচ্ছে।তাদের যাবতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে বিএসএফ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৯৮ ◘ ১১ আগস্ট ২০২০ ইং ◘ ২৬ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজনীতির নব ধারাপাত

রাজ্য এবং দেশের পরিস্থিতি কতখানি ভয়ংকর তাহা নতুন করিয়া বোধহয় বলিবার প্রয়োজন নাই। গণতান্ত্রিক অধিকার এবং দাবী দাওয়ার আন্দোলন এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। জাতীয় স্তরে বিরোধী দলের অস্তিত্ব কতখানি সাধারণ মানুষের কাছে তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রে বিজেপি শাসনে দেশ এই করোনাদীর্ন পরিস্থিতিতে কতখানি আগাইতে পারিবে তাহা নিয়া সংশয় সন্দেহ থাকিয়াই যাইতেছে। বিধ্বস্ত দেশের এই পরিকাঠামোতে দাঁড়াইয়াও আট কোটি কৃষকের একাউন্টে এক ক্লিকে ১৭ হাজার কোটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রী কি ইতিহাস রচনা করেন নাই? বিরোধীরা সেক্ষেত্রেও সমালোচনার তীর বিদ্ধ করিয়াছে। অভিযোগ আনিয়াছে দেশ বিক্রি করিয়া দেওয়া হইতেছে। সিপিএম ভারত বাঁচাও দিবসে রবিবার বিভিন্ন স্থানে আওয়াজ তুলিয়াছে। রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করিয়া বামপন্থীরা গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছে। কংগ্রেসও বসিয়া নাই। রোজগার দাও কর্মসূচি যুব কংগ্রেস পালন করে বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়া। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি ও হাঙ্গামা হয়। সুতরাং একথা বলা যাইতেই পারে করোনা বিধ্বস্ত এই ত্রিপুরায় আন্দোলন থামিয়া নাই। তাহা ক্রমেই মারমুখি হইয়া উঠিতেছে।

সিপিআইএমের বিভিন্ন গণসংগঠন বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত স্থানে আন্দোলন চালু রাখিতে পারিতেছে। পাহাড়ে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ কর্মকান্ড চালু রাখিয়া এডিসি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজধানী ভিত্তিক ছোটখাট আন্দোলন চালাইয়া দলের অস্তিত্ব রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। এবং ইহা লক্ষ্যনীয় যে এইসব মিছিল র‍্যালীতে যোগদানের সংখ্যা নেহাত কম নহে। যে ভীতি শংকা সিপিএম দলকে কাবু করিয়াছিল, নেতা কর্মীরা ঘরবৈঠা হইয়া গিয়াছিলেন সেই জায়গা হইতে উঠিয়া আসিবার চেষ্টা শুরু হইয়াছে। কিন্তু, সবচেয়ে শোচনীয় পরিস্থিতি কংগ্রেসের। কংগ্রেস লোক টানিতে পারিতেছে না। নমঃ নমঃ করিয়া কয়েকজনকে নিয়া আন্দোলন কর্মসূচি সম্পন্ন করিতে হইতেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ এতকাল উঠিয়া আসিয়াছে। এই ত্রিপুরাতে তাহার উজ্বল নজির দেখা গেল। পিতৃদেব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আর পুত্র যুব কংগ্রেসের সভাপতি। এই পরিবারতান্ত্রিক মানসিকতা কংগ্রেসকে বারবার বিপন্ন করিয়াছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস দাঁড়াইতে পারিবে না তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ, একজন তুখর রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে প্রদেশের নেতৃত্বের দায়িত্ব না গেলে এই দল উঠিয়া দাঁড়াইবে কি করিয়া? সভাপতি নিজের আইন ব্যবসা নিয়াই অতিমাত্রায় ব্যাস্ত। সারা রাজ্যে তাঁহার কোন সংগঠন বা লোকবল নাই। তিনি পুত্রকে পুনর্বাসন দিয়া রাজত্ব চালাইয়া যাইবার বাসনায় ত্রিপুরার মানুষ জল ঢালিয়া দিবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ত্রিপুরার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনই যে, সেখানে বিজেপি অনেকটাই শক্তি হারাইতেছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দল উর্বর জমি পাইলেও সেখানে রাজনীতির মূল ভুক্তিটা উপেক্ষিত হইয়াছে। এখানে বিজেপি শক্তি হারাইলেও তাহার প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হইয়াছে ভোটে দাঁড়াইয়া জিতিবার পরিস্থিতি অর্জন করিয়াছে এমন দাবী করা মুশকিল। যেমন কংগ্রেসের অবস্থা। কংগ্রেস একেবারেই দূর্বল অস্তিত্ব নিয়া ত্রিপুরায় বিরাজমান। আর ত্রিপুরার যা পরিস্থিতি এক্ষেত্রে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগি বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা আনিয়া দিবে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক দূর্বলতা এবং সিপিএমের শক্তিহীনতা দুই দলকে এক হইবার মতো পরিস্থিতি আনিয়া দিতে পারিবে না। সেখানে জোট গঠন কঠিন। বিভিন্ন স্থানে সিপিএমের পার্টি অফিস আজও চালু করা সম্ভব হয় নাই। এই যখন পরিস্থিতি তখন সাংগঠনিক দিক দিয়া দূর্বল হওয়া বিজেপি বাজিমাত করিয়াই যাইবে। তবে, সেখানে একটি জিনিস লক্ষ্যনীয় যে রাজ্যবাসীর মনে ক্ষোভ দানা বাধিয়াছে। কান পাতিলে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাইয়া বিরোধীরা বাজিমাত করিতে পারিবেন না তাহাও জোর গলায় বলা মুশকিল। ত্রিপুরায় যাহা চলিতেছে তাহাকে খুব সোজা অংকে মেলানো যাইবে না। বিজেপির সামনে বড় হুমকি আইপিএফটি। এই দল বিজেপির কাছে এখন শাঁখের করাতের মত। রাজনীতি প্রতিনিয়ত তাহার গতি পরিবর্তন করিতেছে। রাজনীতির এই নব ধারাপাতকে খুব ছোট করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

স্কুল চালুর পরিকল্পনায় দ্বিধাবিভক্ত নেটিজেনরা

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি স)। সেপ্টেম্বর মাস থেকে স্কুল চালুর পরিকল্পনায় স্পষ্টতই দ্বিধাবিভক্ত নেটিজেনরা। কেউ চান, সতর্কতাবিধি মেনে স্কুল চালু হোক। কেউ বা মনে করছেন স্কুল চালু হলে করোনার প্রকোপ ছড়াবে।

শ্যাম শ্রী লিখেছেন, "আমার তো মত নেই এতে। কিছু হলে কেন্দ্রের কি যায় আসবে। যা হওয়ার আমাদেরই হবে। " শম্পা রায় লিখেছেন, "আমরা কপাল করে দুজন মন্ত্রী পেয়েছি, একজন লন্ডন দেখিয়েছে আর একজন সুইজারল্যান্ড দেখাবে বলে ঠিক করছেন। আসলে এরাতো কেউ বিবাহিত নন, সন্তানও নেই তাই সন্তান হারানোর ভয়, যন্ত্রনা এরা বোঝেনও না।"

কাজরী বসু লিখেছেন, "প্রোটেকশন নিয়ে করতে হবে মনে হয়। এভাবে আর কদিন? কোভিড যদি আরও দু বছর থাকে? প্রতিক্রিয়ায় শম্পা রায় লিখেছেন, "ভ্যাকসিন আসবে শুনছি, ভ্যাকসিন এলেই চালু করা উচিত।"

সুতপা গিরি লিখেছেন,

"দুটি চূড়ান্ত স্তরের অল্প ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস হলে স্বাস্থ্যবিধি মানার সুবিধে। সবার ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেলে স্বাস্থ্যবিধি মানা যাবে না। প্রথম দু একদিন মেনে তারপর সব ছেড়ে দেবে, তখন কি হবে?

অপর একটি পোস্টে সুতপা গিরি লিখেছেন, "হ্যাঁ, খুবই ঝুঁকির ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই।

করোনামুক্ত হোক বা না হোক, স্বাভাবিক কাজকর্মে একদিন ফিরতেই হবে। ভাইরাস তো আর কয়েক মাসে বিলুপ্ত হয় না! ভ্যাকসিনও হাতের মোয়া নয়। যদি বাজারে আসেও, ট্রায়াল লেভেলেরই হবে। হু তো বলেই দিয়েছে, অন্তত এক দশকের ধাক্কা। ছেলেকে দশ বছর বাড়িতে রাখতে পারবে? সাবধানতা যেটুকু নেওয়া যায়, নিতে হবে। আর কী করতে পারো!!"

সর্বজিৎ যশ লিখেছেন, "এখন একটা খুব বড়ো লড়াই আমাদের সামনে, যেভাবে ব্যবসা বানিজ্য বন্ধ, জি এস টি এবং ট্যাক্স রিটার্ন জমা অনেক কমে গেছে, দীর্ঘদিন এমন চললে সরকারী কর্মীরাও মাহিনা পাবে বলে মনে হয় না, তাই আমাদের সামনে একটা খুব খারাপ দিন।"

বি পার্থসারথী লিখেছেন, "বন্ধ থাক স্কুল কলেজ আপাতত, আগে সংসদ এবং বিধানসভা খুলে একমাস দেখা হোক। " জাহাঙ্গীর কবীর লিখেছেন,

"খুব দরকারি সিদ্ধান্ত"। সুজিত কুমার বৈদ্য লিখেছেন, "ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যাতে করে বেশি করোনা সংক্রমণ হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা। এটা রাম রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তুতিও হতে পারে।"

সুজিত কুমার গুপ্ত লিখেছেন, "আমরা শুধু সংখ্যামাত্র। প্রাণ মূল্যহীন।"

মিনা ঘোষ লিখেছেন, "ভারতের মতো জনবহুল দেশে সত্যিই অসম্ভব.. কিন্তু বিকল্প কিছু ভাবতেই হবে..। "

সুরজিৎ ব্যানার্জি লিখেছেন, "স্কুল চালু হোক,কিন্তু তার আগে লোকসভা ও বিধানসভা খোলা হোক ও পাবলিক ট্রেন চালু হোক,কারণ কোনো মা-বাবার সন্তানই গিনিপিগ নয় যে এদের দিয়ে ট্রায়াল দেবে সরকার আর এটা মেনে নেওয়া সম্ভব না,তাতে শিক্ষার দরকার নেই,কারণ প্রত্যেক মা-বাবার কাছে সন্তান আগে , বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবার যা বেহাল অবস্থা তাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব নেবে কি ??

স্বাধীনতার সাতকাহন : প্রকৃতি ও পরিবেশ

পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে নিজের দায় এড়িয়ে যেতে পারে না সরকার

শুভঙ্কর দাস

প্রাচীনকালে ভারতে প্রকৃতিকে ভগবান হিসেবে সমীহ করা হতো। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, নদী, বায়ু, মাটি, আকাশ, গাছ, পাহাড় এসবই ছিল মানুষের আরাধ্য দেব দেবী। এদেরকে উদ্দেশ্য করেই মানুষ যজ্ঞ থেকে শুরু করে স্তুতি বন্ধনা মন্ত্র রচিত করে গিয়েছে। কিন্তু সভ্যতা যত এগিয়েছে প্রকৃতির ওপর নির্যাতন ততো বেড়েছে। উপনিবেশিকতার হাত ধরে শিল্প বিপ্লবের ছোঁয়া যখন ইউরোপীয় শক্তিরা ভারতে নিয়ে আসলো। তখন থেকে এখনো পর্যন্ত প্রকৃতির ওপর নির্যাতন, শোষণ বৃদ্ধি দ্রুত মাত্রায় হতে লাগলো। বর্তমানে গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও বিশ্ব উষ্ণায়নের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বায়ু দূষণের নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছে ভারতের একাধিক শহর। পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য আইন থাকলেও তা প্রণয়ন এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রবল অনীহা লক্ষ্য করা গিয়েছে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে। দেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার্থে প্রশাসন যে নিজের দায় এড়িয়ে যেতে পারে না তা মনে করিয়ে দিয়েছে পরিবেশবিদরা।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর পরিবেশ নিয়ে ভাবনার খুব একটা অবকাশ সেই সময় পাওয়া যায়নি। দেশভাগ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়েই মানুষ বেশি চিন্তিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধী প্রথম পরিবেশ সচেতনতার উপর গুরুত্ব দেন। বলা চলে প্রশাসন তার আমলেই পরিবেশ নিয়ে প্রথমবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করলো। জল দূষণ, বায়ু দূষণ রোধী আইন তাঁর আমলে তৈরি করা হলো। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যাবতীয় বিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রথমবারের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর আমলে। ১৯৭৪ সালে স্টকহোম কনফারেন্সের পরিবেশ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গিয়েছে পরিবেশ বিধিগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে বড্ড অনীহা কাজ করেছে। ফলে আইনি বিধি থাকলেও বাস্তবের মাটিতে তা প্রয়োগ না হওয়ায় পরিবেশ দূষণ ক্রমাগত হয়ে চলেছে। পরিবেশ সংক্রান্ত অ্যাক্টস এবং রুলস ভারতে কমপক্ষে ২৫টি রয়েছে। ভারতে পরিবেশ রক্ষার্থে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রণয়ন করা হয়েছে তা সবই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে। পরিবেশ রক্ষার্থে শাসকদলের সদিচ্ছা দেখা যায়নি। সম্প্রতি করোনা সংকটকালের মধ্যে কেন্দ্র পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের একাধিক ধারায় পরিবর্তন এনেছে। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর কাছে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

দেশের কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। সেই দিকে আলোকপাত করে বিশ্বজিৎ বাবু জানিয়েছেন বিভিন্ন কারখানায় বিশেষ করে কয়লা খনি, অভ্র উত্তোলনের খনি এমনকি পাথরের খাদানগুলিতে শ্রমিকরা খারাপ পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বহু শ্রমিক। এমনকি সাফাই কর্মী, রেগ পিকার্স (জঞ্জাল সংগ্রহকারী) এদের স্বাস্থ্যের দিকে প্রশাসনের কোনও নজর নেই। পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাঁত শিল্পকে বাংলাদেশে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।ভারতবর্ষ সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সংসদের উভয় কক্ষ লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিগত কুড়ি বছরে কুড়ি ঘন্টা আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে এই খনিগুলো যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে সেখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। যথেচ্ছ অরণ্যচ্ছেদন করা হয়েছে।

দেশের নদী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশ্বজিৎবাবু আক্ষেপের সুরে বলেছেন নদীগুলি ক্রমাগত দূষিত হয়ে চলেছে। গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী, নর্মদা, কৃষ্ণা দূষণের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি। লোক দেখানো প্রদীপ জ্বালিয়ে, মালা দিয়ে নদী পুজো করতে গিয়ে উল্টে নদীতে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘি, সরষের তেল, ফুলের কারণে নদী দূষিত হয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের কথা মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। একটার পর একটা জলাভূমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহর এবং মফস্বল জুড়ে বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভগুলির জন্য সৌরশক্তির নির্ভরতা বাড়ানো উচিত। বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে তাদেরকেও সরব হতে হবে। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষেরা পরিবেশ রক্ষার্থে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছে। চিপকো আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলন তার নজির বহন করে চলেছে। নদীর দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে প্রতিটা পৌরসভার নেতিবাচক অবদান রয়েছে।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুমিতা বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ নিয়ে সচেতন হবে। ততক্ষণ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে না। কারণ এই সকল রাজনীতিবিদদের দেখেই মানুষ শেখে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম রয়েছে ১ বা ২ শতাংশ মানুষ। সরকারি উদ্যোগ না নিলে পরিবেশকে বাঁচানোর সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশকে বাঁচানোর কঠিন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে দূষণের মাত্রা বাড়ছে। জল নিকাশের পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে দেখা গিয়েছে যে গাছ উপরে যাওয়ার পর যে গর্ত তৈরি হয়েছে সেখানে স্থানীয় দোকানদাররা যথেচ্ছ প্লাস্টিক, দোকানের বর্জ্য ফেলে চলেছে। রাস্তার ওপর উনুন জ্বালিয়ে পাইস হোটেল চালানো পরিবেশকে ক্ষতি করছে। যথেচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যবহার রুখতে আগে প্লাস্টিকের কারখানার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। ব্যবহার বাড়াতে হবে পাটের। শহর কলকাতা জুড়ে যে পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে সেদিকেও নজর দিতে হবে প্রশাসনকে। জল সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। পাশাপাশি পুকুরে জঞ্জাল ফেলার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। জলাভূমি সংরক্ষণ না করলে বৃষ্টির জল সংরক্ষিত হবে না। বাস্তুতন্ত্রের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

উল্লেখ করা যেতে পারে উন্নয়নের নামে স্বাধীনতার পর থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে বন, জঙ্গল সাফ করে সেখানে কল-কারখানা খনি অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। ইকো সেনসিটিভিটি বা বাস্তুতন্ত্রের স্পর্শকাতরতা উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পাড়ায় পাড়ায় পুকুর বুঝিয়ে বহুতল গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছে। দূষণ বেড়েছে আকাশে বাতাসে।

বাংলাদেশ সর্বদা ভারতের পাশেই আছে চিনের সঙ্গে যুদ্ধ হলেও : জি এম কাদের

ঢাকা, ১০ আগস্ট (হি.স.): সীমান্ত বিবাদ নিয়ে ভারত ও চিনের মধ্যে এই মুহূর্তে উত্তেজনার পারদ ক্রমশই চড়ছে। পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিনের সেনার মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর থেকেই পরিস্থিতি আরও খারাপ। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সংসদের বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) জানিয়ে দিলেন, বাংলাদেশ সর্বদা ভারতের পাশেই আছে, এমনকি চিনের সঙ্গে যুদ্ধ হলেও। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের জানিয়েছেন, চিনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক এবং ভারতের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই চিনের সঙ্গে যুদ্ধ হলে ভারতের পাশেই থাকবে বাংলাদেশ।

প্রাক্তন এই মন্ত্রীর কথায়, 'আমরা আঞ্চলিক সীমানা নিয়ে বিরোধে মোটেও বিশ্বাসী নই। আশা করছি, ভারত ও চিন আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিবাদের সমাধান করতে পারবে। তবে, চিনের সঙ্গে যুদ্ধ হলে বাংলাদেশ ভারতের পাশেই থাকবে। কারণ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মিত্র বাহিনী হিসেবে ভারতীয় সৈন্য সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রণ করে রক্ত দিয়েছে। তাই ভারতের কাছে আমরা রক্তের ঋনি। এছাড়া মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন লাভের জন্য ভারত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, এক'কোটি শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত, আমরা তা ভুলিনি। আমরা ভারতের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ। সে জন্যই আমাদের বিপদে ভারত যেভাবে আমাদের পাশে ছিল আমরাও সেভাবেই সমস্ত ব্যাপারে ভারতের পাশে থাকব। আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একই অভিমত পোষণ করেছেন।"

হিন্দুস্থান সমাচার: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে চিনের ভূমিকা কী ছিল?

জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান : চিন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষকে হত্যার জন্য পাকিস্তানি সেনাদের গোলাবারুদ-সহ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। চিনের দেওয়া গোলায় বাংলার লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের রক্ত ঝড়েছে। পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের মানুষকে হত্যার সমর্থন করেছে চিন। এমনকি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার আগে পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি। এটা আমরা ভুলিনি।

হিন্দুস্থান সমাচার : ১৯৭১ সালের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনকেও ক্ষমা চাইতে বলবেন?

জিএম কাদের : শুধু আমরা নয়, পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীও ১৯৭১ সালের ঘৃন্য গণহত্যার জন্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন। কতটা নৃশংস হলে এভাবে গণহত্যা চালাতে পারে, পাকিস্তান তার প্রমাণ। চিন যেহেতু সরাসরি এই গণহত্যায় অংশগ্রহণ করেনি তাই তাদেরকে আমরা ক্ষমা চাওয়ার কথা বলি না। তবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করা তাদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল, এটা অন্তত চিনের বলা উচিৎ। দুঃখ প্রকাশ করা উচিৎ তাদের ভুলের জন্য।

হিন্দুস্থান সমাচার : বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী চিন, এটাকে কীভাবে দেখছেন?

জি এম কাদের : চিন বাণিজ্যে বিশ্বাসী। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা-সহ অবকাঠামো উন্নয়ন সহযোগগী হিসেবে কাজ করছে। এটা ভালোবেসে বা দানখয়রাত হিসেবে নয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই এডবি, বিশ্বব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য সংস্থার চেয়ে বেশি ইন্টারেষ্ট নিচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের ভালো জায়গা তাই চিন বিনিয়োগ করছে। আমারাও সুযোগ দিচ্ছি। অন্য কোনও দেশ এভাবে আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এগিয়ে আসলে তাদেরকেও আমরা বিনিয়োগের সুযোগ দেব।

হিন্দুস্থান সমাচার : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমানে সম্পর্ক কেমন?

জি এম কাদের : ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। একসময় বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অংশ ছিল। তাই শারীরিক গঠন দিক দিয়ে উভয় দেশের মানুষ একই রকম। এছাড়া ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, খাওয়াদাওয়া প্রায় সব দিক দিয়েই এক। তাই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং চিনের সঙ্গে সম্পর্ক মিলিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমার বড় ভাই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসাইন মোহম্মদ এরশাদ-এর সময় ভারতের সঙ্গে যেমন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এখনও তেমনই আছে। তবে, ভারত বিরোধীতা ও সংখ্যলঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর যারা রাজনীতি করেছে তারাও মনে হয় ভুল বুঝতে পেরেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার : সীমান্তে হত্যা বন্ধে কী করা দরকার?

জিএম কাদের : কোনও দেশের সীমান্তে হত্যা কারও কাম্য নয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যা অনেটা কমেছে। তবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র সবসময় বাংলাদেশের স্থল সীমানা ব্যবহার করে ভারতে নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় এলে বিএসএফ-বিজিবি-র সমন্বয়ে যৌথ প্রেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা করবে। সন্ধ্যা থেকে সূর্য ওঠার আগে পর্যন্ত সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারির ব্যবস্থা করা হবে। যাতে এই সময় কোনও মানুষ সীমান্তে চলাচল করতে না পারে। এই সময় কোন চোরাকারবারী সীমান্ত অতিক্রম করলে বিএসএফ বা বিজিবি-র গুলিতে নিহত হলে দায় রাষ্ট্র নিবে না। আর চোরাচালান রুখতে ভারত থেকে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপরে শুল্ক কমানো-সহ নানা পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত আছে জাতীয় পার্টির।

হিন্দুস্থান সমাচার : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও চিনের বাণিজ্য বৈষম্য কীভাবে দেখছেন?

জিএম কাদের : এই দু"টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বৈষম্য আছে। তবে, ভারত থেকে আসে চাল, গম, ভুট্টা, ডাল, পিয়াজ, রশুন, আদা, মরিচ, এলাচ, লবঙ্গ-সহ অতি প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্য। এছাড়া সিমেন্ট-সহ অধিকাংশ কারখানার কাঁচামাল আসে ভারত থেকে। আর চিন থেকে আসা পণ্যের বড় একটি অংশ ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী। এমনকি খেলনাও আসে চিন থেকে। তাই ভারত ও চিনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য বৈষম্য এক করলে হবে না। এছাড়া কাঁচা চামড়া রফতানি করলেও ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক বাণিজ্য বৈষম্য কমবে। ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি না করে, আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে বাণিজ্য বৈষম্য কমানো যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

আগস্ট এলেই আতঙ্ক বেড়ে যায় : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যারা এদেশের রাজনীতিতে রক্তঘাত, হত্যা আর প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে তাদের মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলা আরেক ষড়যন্ত্রের অংশ। সোমবার ময়মনসিংহ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসি কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়কালে তিনি একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের সংসদ ভবনস্থ তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন। আগস্ট এলেই আতঙ্ক বেড়ে যায় জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'এ দেশের মাটি বীরের বীরত্ব গাঁথায় উর্বর, আবার বিশ্বাসঘাতকতার নিকৃষ্ট নজিরও এখানে আছে। এখানে দেশ প্রেমের যেমন বিরল দৃষ্টান্ত আছে, ঠিক তেমনি ষড়যন্ত্রের গন্ধও আছে। এদেশে ঘটনার আগে কিছু বোঝা যায় না।' তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে চোখের পলকে ১৫ই আগস্ট ঘটানো হয়েছিল। ২১ শে আগস্টের সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল কারা? কারা তখন মতায় ছিলো। বিএনপিই ছিলো মাস্টার মাইন্ড। যারা জজ মিয়া নাটক সাজিয়ে ঘটনাকে ভিন্ন দিকে ঘুরানোর অপচেষ্টা করেছিল। তাদের মুখে হত্যার বিচার চাওয়া কি শোভা পায়?'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্কজনক হত্যাকা- ১৫ই আগস্টের হত্যাকা-। এ হত্যাকা-ের বিচার বন্ধে কারা ইনডেমনিটি আইন করেছিল? কারা কলঙ্ককিত করেছিল সংবিধানে ৫ম সংশোধনী। তাই আগস্ট এলেই আমরা আতঙ্কে থাকি। কারণ ষড়যন্ত্রকারি এবং বিশ্বাস ঘাতকদের প্রেত্মারা এখনও আছে। আছে তাদের ষড়যন্ত্রের নকশা। যারা এ দেশের রাজনীতিতে রক্ত, হত্যা আর প্রতিহিংসা ছড়িয়েছে তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলা আরেক ষড়যন্ত্রের অংশ বলে জনগণ মনে করে।'বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেছেন তাদের দলের নেতাকর্মীদের নাকি গ্রেফতার হয়রানি করা হচ্ছে। আমি আগেও বলেছি, রাজনৈতিক কারণে কাকে কোথায় গ্রেফতার, হয়রানি করা হয়েছে বলুন। তাই বলে অপরাধিদের ধরা হবে না? অপরাধী-সন্ত্রাসিদের কোন দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। সরকার বিভিন্ন অপরাধে নিজের দলের লোকদেরকেও ছাড় দিচ্ছে না। আর বিএনপি সমর্থিত কোন অপরাধী গ্রেফতার হলে অভিযোগ কেন?' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'দেশে অসংখ্য নজির আছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের। শেখ হাসিনা সরকার অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই দেখে। কোথাও রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। রাজনৈতিক কারণে বিএনপির কোন কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে? যারা চট্রগ্রামের চিহ্নিত অপহরণকারী বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি- তাদের মুখে এসব কথা মানায় না।' অভিভাবকদের ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের এ সময়ে দীর্ঘদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা এবং বাসা-বাড়িতে অবস্থান করায় শিশু কিশোর এবং তরুণদের মানসিক চাপ বেড়েছে। সরকার সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ভিক্তিতে শিা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে অনলাইনে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সরকার যথা সময়ে শিা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে। আমি অভিভাবকদের ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানাচ্ছি।"

সড়ক নির্মাণে গুণগতমান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার আগে সড়ক তিগ্রস্ত হলে তার দায় ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীকে নিতে হবে।

তিনি বলেন, চুক্তি অনুযায়ী নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারে প্রকৌশলীদের তদারকি আরো নিবিড় হতে হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় কোনোভাবেই মেনে নেয়া হবে না। পদোন্নতি ও পদায়নেরে ত্রে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং ক্যাপাসিটি এবং কর্মদতা বিবেচনায় আনা হবে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করতে হবে। অহেতুক বিলম্ব নির্মাণকাজের খরচ বাড়িয়ে তোলে। যে সকল ঠিকাদার সময়মতো কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। হাওর এলাকা বিশেষ করে ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এলাকায় বিশেষ ধরণের সড়ক নির্মাণে সফলতার জন্য সড়ক প্রকৌশলীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে হাওর এলাকার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করেছে।ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যর মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চন্দন কুমার দে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহারিয়ার হোসেন, ময়মনসিংহ সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মইনুল হাসানসহ বিভিন্ন সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসি'র কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বনেতা : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'বাঙালি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বনেতা।'তিনি বলেন, 'বাঙালি জাতি হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে তার নেতৃত্বেই স্বাধীনতা অর্জন করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সেকারণেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা।'

হাছান মাহমুদ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর তেজগাঁও বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিওতে তাদের উদ্যোগে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের পর হাজার বছর আমাদের কোনো রাষ্ট্র ছিলো না। অনেকেই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতা আনতে পারেননি। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাষাও বাংলা ছিলো না। 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। শুধু স্বাধীনতাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে ধ্বংসস্তু'প থেকে তুলে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন' বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। ড, হাছান বলেন, 'ভারতের আশ্রয় থেকে ফেরা এক কোটি সম্বলহীন মানুষ, দেশের ভেতরে আরো দুই কোটি উদ্বাস্তু, ভগ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আর শূন্য বৈদেশিক রিজার্ভের দেশকে তিনি যখন সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই যারা এদেশের অভ্যুদয় চায়নি, স্বাধীনতা চায়নি, সেই চক্র স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাকে সপরিবারে হত্যা করে।' এই হত্যাকান্ড শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, এটি ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, '১৯৭৫ সালে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৪ শতাংশ, যা আমরা ৪০ বছর পর, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অতিক্রম করেছি। সে বছর দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো। অনেক পরিসংখ্যান মতে সেবছর দেশে ১০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অগ্রগতির সেই ধারায় দেশ আজ উন্নয়নে মালয়েশিয়া, দণি কোরিয়া, সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে যেতো।' তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নপূরণ করে যেতে পারেননি। কিন্তু তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনন্য দলিল।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিষ্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া স্টুডিও'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবীর।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'মিত্র' পাচ্ছে না বিএনপি!

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিত্র গড়ে তুলতে পারছে না। এজন্য দলটির নেতাকর্মীরা আন্তর্জাতিক উইংয়ের ওপর ুব্ধ।

দলীয় সূত্র মতে, বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে প্রধান করে সর্বশেষ ২২ সদস্যের বিএনপির বৈদেশিক বিষয়ক যে উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

ওই বৈদেশিক উপ-কমিটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দলের নীতিনির্ধারণী ফোরামের এক নেতা নাম প্রকাশ না করে বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেকটাই বন্ধুহীন বিএনপি। জামায়াতকে জোটে রাখার দায়ে গত নির্বাচনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন পায়নি দলটি। এছাড়া বর্তমানে বড় ইস্যু চীন ও ভারতের ব্যাপারে বিএনপির পলিসি কী, তাও জানেন না তারা।

দলের আরেকটি সূত্রের দাবি, ফরেন উইংয়ের অধিকাংশ সদস্যই নিষ্ক্রিয়। এমনকি তাদের অনেকেই ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত। গত পাঁচ মাসে নিজেদের মধ্যে ভার্চুয়াল মিটিং হলেও বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে কোনো বৈঠক করতে পারেনি এই উইং।

দলের আরেকটি সূত্রের ভাষ্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বরাবরের মতো আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচনসহ সরকারি দলের নানা অভিযোগ নিয়ে তাদের (আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়) কাছে প্রমাণ তুলে ধরলেও হালে পানি পায়নি দলটি। সেখানে বরং উল্টো বিএনপির জন্য অস্বস্তিকর জামায়াত ইস্যুটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সামনে নিয়ে আসে। অন্যদিকে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে দলটির ফরেন উইং।অপর একটি সূত্রের দাবি, গত পাঁচ-ছয় মাসে কূটনীতিকদের সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ রা করতে পারেনি বিএনপি। তবে নিজেদের মধ্যে অনলাইনে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। সেখানে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। বিএনপির বৈদেশিক উপ-কমিটিতে যারা রয়েছেন, তাদের অধিকাংশই কি ভারতপন্থী এমন প্রশ্নের জবাবে ওই সূত্রটি জানায়, বিএনপি সরকারের আমলে ঢাকায় তাইওয়ানের দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। ফলে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সে সময় যারা তাইওয়ানের দূতাবাস স্থাপনে ভূমিকা রেখেছিলেন তারা এখনও বৈদেশিক কমিটিতে অবস্থান করছেন।

বৈদেশিকবিষয়ক উপ-কমিটির কর্মকাণ্ড কী এমন প্রশ্নের জবাবে কমিটির সদস্য প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন বলেন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটির কাজ হলো বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দলের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বজায় রাখা। দেশে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ছয়ের পাতায়

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জন্মাষ্টমী উদযাপন করুন : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জন্মাষ্টমী উৎসব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আজ সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের শুভ জন্মাষ্টমী উপলে দেয়া বাণীতে তিনি বলেন, আমি আশা করি, এই জন্মাষ্টমী উৎসব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি আরো আশা প্রকাশ করেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিতু ধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মদিবস জন্মাষ্টমী উপলে সনাতন ধর্মাবলম্বী সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা। তিনি আজীবন শান্তি, মানবপ্রেম ও ন্যায়ের জন্য কাজ করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনাচরণ এবং কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের আরাধনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। আমাদের সংবিধানে সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

সরকার দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রা করতে বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও শিা বাঙালির হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বর্তমানে বিশ্ব বিপর্যস্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তিনি এ প্রোপটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সবাইকে এবারের জন্মাষ্টমী উদযাপনের আহ্বান জানান। তিনি জন্মাষ্টমী উপলে দেশের সকল নাগরিকের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন।

বাতিল হতে পারে ২০২১-এর আইপিএল নিলাম

মুম্বই, ১০ আগস্ট (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে ২০২১ এর আইপিএলের মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে। হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকায় বিসিসিআই আগামী বছরের নিলাম বাতিল করতে পারে।চলতি বছরে আইপিএল শুরু হওয়ার কথা ছিল মার্চে। লকডাউনের জন্য তা স্থগিত হয়ে যায়। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ। শেষ হবে ১০ নভেম্বর। পরের বছর আইপিএলের যথারীতি নিজের এপ্রিল-মে"র উইন্ডোয় ফিরে যাওয়ার কথা। সুতরাং, ২০২১-এর আইপিএলের প্রস্তুতির জন্য বিসিসিআই হাতে মাত্র সাড়ে চার মাস সময় পাবে। এই সময়ের মধ্যে আইপিএলের এতবড় নিলামের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। ফ্র্যাঞ্চাইজিরাও বোর্ডের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত। তাই শেষবেলায় চোট-আঘাত সমস্যার জন্য ছোটখাটো রদবদল ছাড়া এবারের দলটাকেই ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পরের বছরেও ধরে রাখার অনুমতি দিতে পারে বোর্ড।

খালেদা জিয়ার সাজার স্থগিতাদেশ শেষ হচ্ছে আগামী মাসে

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১০।দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজার ছয় মাসের স্থগিতাদেশের সময়সীমা আগামী মাসে শেষ হচ্ছে। খালেদার শারীরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় সাজা স্থগিতের সময় বাড়াতে তার পরিবার পে আবেদন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গনমাধ্যমের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, সাজা স্থগিতের সময় বাড়াতে তারা সরকারের কছে আবেদেন করবেন কিনা, পরিবার এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফখরুল বলেন, এখনও যেহেতু ম্যাডাম সুস্থ হননি। তিনি একেবারেই আগের অবস্থাতেই আছেন। এ পরিস্থিতিতেই সাজার স্থগিতাদেশের সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাজা স্থগিতের সময় বাড়াতে পরিবার এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। অতীতের মতো ম্যাডামের পরিবারের প থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে, যোগ করেন তিনি। সময় হলে পরিবারের প থেকে আবেদন করা হতে পারে বলে জানান মির্জা ফখরুল।

ফখরুল বলেন, বিএসএমএমইউ হাসপাতালের ডাক্তাররা যেটা চিকিৎসা দিয়েছিলেন সেটাকেই ফলোআপ করছেন এখন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকেরা।করোনার কারণে তিনি উন্নত কোনো চিকিৎসা নিতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ মার্চ সরকারের নির্বাহী আদেশে ছয় মাসের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসনের সাজা স্থগিত করা হয়।যার মেয়াদ আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান।

টাইটেল স্পনসর হিসেবে দেখা যেতে পারে পতঞ্জলিকে

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.): আসন্ন ২০২০ আইপিএলে টাইটেল স্পনসর হিসেবে দেখা যেতে পারে পতঞ্জলিকে। যোগগুরু বাবা রামদেবের এই সংস্থার মুখপাত্র এসকে তিজারাওয়ালা জানিয়েছেন, আমরা এ ব্যাপারে ভাবছি। এ বারের আইপিএলে আমরা টাইটেল স্পনসর হতে চাই।

ভারত-চিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চলতি বছর আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের টাইটেল স্পনসর থেকে সরে গিয়েছে চিনা মোবাইল সংস্থা ভিভো। তারপরই ২০২০ আইপিএলে টাইটলে স্পনসর খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেগা এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পনসর হওয়ার দৌড়ে নিজেদের ইচ্ছের কথা জানিয়ে দিল বাবা রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলি। পতঞ্জলির মুখপাত্র এসকে তিজারাওয়ালা জানিয়েছেন , "এই বছর আইপিএল টাইটেল স্পনসরশিপ পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। কারণ আমরা পতঞ্জলি ব্র্যান্ডকে গ্লোবাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম দিতে চাইছি।" এই বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে তাঁরা প্রস্তাব দেবেন বলেও জানিয়েছেন এসকে তিজারাওয়ালা।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে পতঞ্জলি ব্র্যান্ডের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হিসেবে সেরকম কোনও স্টার পাওয়ার নেই। আইপিএল-এর টাইটেল স্পনসরশিপ পেলে আইপিএল-এর থেকে পতঞ্জলিই অনেক বেশি লাভবান হবে বলে জানিয়েছেন ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস্ট হরিশ বিজুর। তবে বর্তমানে দেশে চিন-বিরোধী যে হাওয়া উঠেছে তাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবাদী তকমার জোরে আইপিএল-এর টাইটেল স্পনসরশিপ পতঞ্জলি পেয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

ভিভো সরে যাওয়ার পর আইপিএল ২০২০-র টাইটেল স্পনশরশিপের দৌড়ে পতঞ্জলি ছাড়াও রয়েছেন জিও, অ্যামাজন, টাটা গ্রুপ, ড্রিম১১ এবং বাইজু-র মত সংস্থা।

দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৭০৭ জন

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনার বাড়বাড়ন্ত। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত ৭০৭। নিহত ২০। ফলে সব মিলিয়ে দিল্লিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৩১। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৬১৩৪।

সোমবার জারি করা দিল্লি সরকারের তরফ থেকে হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টা নতুন করে রাজধানীতে আক্রান্ত হয়েছে ৭০৭। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৩১। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১০৭০।ফলে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১৩১৬৫৭।রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১০৩৪৬। সবমিলিয়ে হোম আইসোলেশনের মধ্যে রয়েছেন ৫৬৩৭।ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ৪৭৭। এখনো পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১২০৪৪০৫।

বনদফতরের বিরুদ্ধে লোধা শবর পরিবারের ঘর ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ

ঝাড়গ্রাম, ১০ আগস্ট (হি.স.): লোধা শবর পরিবারের ঘর ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বনদফতরের বিরুদ্ধে। যদিও বন দফতরের দাবি ওই ঘরটি বনদফতরের জমির উপর করা হয়েছিল তাই ঘরটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনার পরেই ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে নয়াগ্রাম ব্লকের মলম অঞ্চলের ভালাইচাটি গ্রামে। পরে বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আসার পরেই এক দিনের মধ্যেই ওই পরিবারটির ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সোমবার নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয় ওই পরিবারটিকে। জানা গিয়েছে ঝাড়্গাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের মলম অঞ্চলের ভালাইচাটি গ্রামে বাবলু ভোক্তার ঘরটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। বনদফতরের নয়াগ্রাম রেঞ্জের পক্ষ থেকে দরিদ্র শবর পরিবারটির ঘর বিশ্ব আদিবাসী দিবসের আগের দিন ভেঙে দেওয়ার ফলে বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিবাদ উঠেছিল।বনদফতরের বক্তব্য ছিল বাবলু বনদফতরের জমির উপর ঘর করেছেন তাই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।ভেলাইচাটি গ্রামে বাবলু ভোক্তা গত দশ বছর ধরে সেখানে বসবাস করছেন বলে তার বক্তব্য। ছোট্ট একটি কুড়ে ঘর ছিল তার। এবার আমফান ঝড়ে তার ওই ছোট্ট ঘরটি পুরো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নয়াগ্রাম ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরনের কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে বাবলু ভোক্তা সিমেন্টের খুঁটি, অ্যাসবেটস দিয়ে তার ঘর বানাচ্ছিলেন। সেই ঘরটিই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।যার ফলে বর্ষার মধ্যে মাথা থেকে ছাদ হারিয়েছিল শবর পরিবারটি। স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাবেন তা ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছিলেন না।

কোকরাঝাড়, ওদালগুড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান, উদ্ধার বহু বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ

কোকরাঝাড় (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর সদর কোকরাঝাড় এবং ওদালগুড়ি জেলায় পৃথক পৃথক সেনা পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণের বন্দুক নির্মাণের সামগ্রী, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক সামগ্রী ও বহু গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে।

কোকরাঝাড়ের পুলিশ সুপার রাকেশ রোশন এই খবর দিয়ে জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে ওদালগুড়ির মাজবাটে ধনশ্রী চা বাগান এলাকায় তালাশি অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। মাজবাট থানার ওসি রাজা ইরশাদের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে জনৈক বেনজামিন মুর্মু নামের ব্যক্তির ঘর থেকে বন্দুক তৈরির সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়াও ওই অভিযানে তিনটি হস্তনির্মিত পিস্তল, তিনটি বন্দুকের নল হিসেবে ব্যবহারের জন্য লোহার পাইপ, পিস্তল তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ ও সেনা। পুলিশ বেনজামিন মুর্মুকে গ্রেফতার করেছে।

অন্যদিকে, কোকরাঝাড় জেলার তুলসীবাড়িতে সেনা ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে হাতবোমা, গর্যানেড, একে ৫৬ রাইফেল, কার্তুজ সমেত বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক এবং টাকা উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সুপার রাকেশ রোশন আরও জানান, বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্রগুলির অধিকাংশ মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা ছিল। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের মধ্যে রয়েছে মোট দুটি এক ৫৬ রাইফেল, তিনটি একে ৫৬ রাইপেলের ম্যাগাজিন, দুটি পয়েন্ট (.) ৩৬ এইচই গর্যানেড, দুটি ডিটোনেটর এবং ২১১টি সক্রিয় গুলি। এই বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্রগুলো কার মাধ্যমে, কার হাতে, কোথা থেকে এসেছে, এর পেছনে কে বা কারা জড়িত, গোটা নেটওয়ার্কের হদিশ বের করতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আব্বাস সিদ্দিকির উপর হামলা, প্রতিবাদে দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ জেলা জুড়ে

ভাঙড়, ১০ আগস্ট (হি. স.):ফুরফুরা শরীফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর উপর হামলা ও হেনস্তার প্রতিবাদে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন আহসুন্যাতুল জামাতের কর্মী ও সমর্থকরা। সোমবার দুপুরে আব্বাস সিদ্দিকির উপর হামলার ঘটনা ঘটে দক্ষিন ২৪ পরনার ভাঙড় থানার বোদরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজদিয়া গ্রামে।আব্বাস সিদ্দিকি ও তাঁর অনুগামীদের মারধোরের পাশাপাশি তাঁদের গাড়ি ভাংচুর করা হয় বলে অভিযোগ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।আক্রান্তদের অভিযোগ এই ঘটনার পিছনে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ও তাঁর অনুগামিরা রয়েছেন।যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শওকত। এদিকে ঘটনার পরই আব্বাস সিদ্দিকীর উপর হেনস্থার অভিযোগে ভাঙড়ের ঘটকপুকুর বাজার এলাকায় বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তার অনুগামীরা।স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার ভাঙড়ের কাজদিয়ায় এক অনুগামীর বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য আসেন আব্বাস সিদ্দিকী। সেই সময় এলাকার বিধায়ক শওকত মোল্লার অনুগামীরা তার উপর আক্রমণ করে।সেই ঘটনার প্রতিবাদে ও মূলত দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে এই অবরোধ শুরু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।আব্বাসের অনুগামীদের দাবি রবিবার রাতে বোদরা অঞ্চলে আব্বাস সিদ্দিকীর অনুগামীদের উপর আক্রমণ চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা।এই ঘটনার পর তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সোমবার সকালে ঐ এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দীকী। কিন্ত হঠাৎ রাস্তায় তাঁর গাড়ীর উপর ইট পাটকেল ছুড়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। আক্রান্ত হন পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী স্বয়ং।এই ঘটনার প্রতিবাদেই ঘটকপুকুর ও বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে তাঁর অনুগামীরা।পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন জায়গায় তাঁর অনুগামিরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।দীর্ঘ চার ঘণ্টার বেশি অবরোধের পর অবশ্য বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু ঘটকপুকুর এলাকায় এসে বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেন যে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে। সেই আশ্বাসের পরেই কার্যত ওঠে অবরোধ।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

জিজ্ঞাসাবাদে 'কিছুই মনে পড়ছে না' রিয়ার

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত যত এগোচ্ছে, তত নতুন নতুন ঘটনা মোড় নিচ্ছে।

গত শুক্রবার ইডি সুশান্তের প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তীকে প্রায় নয় ঘণ্টা জেরা করেছে। এই জিজ্ঞাসাবাদের সময় রিয়া নিজের আর একটি ফোন নম্বর বেমালুম লুকিয়ে গেছেন। এ জন্য রিয়াকে আজ অর্থাৎ সোমবার আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক আইনকানুন প্রয়োগ ও আর্থিক অপরাধ দমনসংক্রান্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রিয়ার ভাই শৌভিক চক্রবর্তীরও ম্যারাথন জেরা চলছে।

জানা গেছে, ১৮ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

রোববার সকাল ৬টা ৩০ নাগাদ ইডির দপ্তর থেকে শৌভিককে বের হতে দেখা যায়।

রিয়ার বাবা ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীকেও ইডি সমন পাঠিয়েছিল। আজ অর্থাৎ সোমবার সকালে রিয়া তাঁর ভাই শৌভিক ও বাবা ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ইডির দপ্তরে পৌঁছে গেছেন বলে জানা গেছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বা ইডিকে তদন্তে রিয়া কোনো রকম সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ইডির একাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি ''ভুলে গেছেন'' বলে এড়িয়ে গেছেন। বলেছেন, তাঁর নাকি এসব বিষয়ে কিছুই মনে পড়ছে না। রিয়াকে ইডির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তাঁর ব্যবহৃত সব বৈদ্যুতিক সামগ্রী জমা করতে। কিন্তু রিয়া নিজের এক ফোন নম্বর ইডির কাছে গোপন রাখেন। এদিকে রিয়া এই ফোন নম্বরটি রীতিমতো ব্যবহার করছেন। ইডি রিয়াকে তাঁর আর এই ফোন নম্বরের রেকর্ড দেখালে তখন তিনি তা স্বীকার করেন। রিয়া মেনে নেন যে এই নম্বরটি তিনি ব্যবহার করছেন। ইডি এখন রিয়ার গোপন ফোন নম্বরের বিস্তারিত তথ্য ডাউনলোডের কাজে ব্যস্ত। এই ফোনের প্রাপ্ত তথ্য থেকে সুশান্তের মৃত্যুর রহস্য নতুন মোড় নিতে পারে। আজ রিয়াকে এসব বিষয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।সুশান্তের অ্যাকাউন্টের লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত করতে ইডি রিয়া ও ভাই শৌভিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। রিয়ার থেকে আরও তথ্য পেতে ইডি তাঁকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে।

সুশান্তের বন্ধু সিদ্ধার্থ পিটানীকেও ডেকে পাঠিয়েছে ইডি।সুশান্ত মামলায় সিবিআই গত বৃহস্পতিবার রিয়া চক্রবর্তী, শৌভিক চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, স্যামুয়েল মিরান্ডা, শ্রুতি মোদকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল।

টিকটকে এবার আগ্রহ দেখাচ্ছে টুইটার

চীনের ভিডিও শেয়ারিং সাইট টিকটকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টুইটার। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়, টিকটকের প্রতি আগ্রহ দেখানোর দৌড়ে টুইটারকে নতুন প্রতিযোগী হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে টিকটককে সম্ভাব্য অধিগ্রহণ নিয়ে টুইটার আলোচনা করছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। এ ধরনের কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা আসতে পারে।কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ৬ আগস্ট সই করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সই করা নির্বাহী আদেশ। ওই আদেশে টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সকে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ৪৫ দিনের মধ্যেই ওই আদেশ কার্যকর হবে। ট্রাম্প প্রশাসন চীনা প্রতিষ্ঠানের তৈরি টিকটক অ্যাপটিকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করেছে।টিকটক বা বাইটড্যান্সের পক্ষ থেকে মার্কিন নাগরিকের কোনো তথ্য চীন সরকারকে দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। টিকটক কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা ট্রাম্প প্রশাসনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পরিকল্পনা করছে।এখন পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম সফটওয়্যার নির্মাতা মাইক্রোসফটের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে টিকটককে কেনার আগ্রহের কথা বলা হয়েছে। মাইক্রোসফট বলেছে, টিকটককে কেনার জন্য তারা বাইটড্যান্সের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলছে, টিকটককে কিনতে টুইটারের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট এগিয়ে থাকবে। কারণ টুইটার ছোট কোম্পানি। এতে তাদের মাইক্রোসফটের তুলনায় কম অ্যান্টিট্রাস্টের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু তাদের মাইক্রোসফটের মতো অর্থ নেই।

মাইক্রোসফট ২ আগস্ট এক ব্লগপোস্টে বলেছে, তাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সত্য নাদেলা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টিকটককে অধিগ্রহণের ব্যাপারে কথা বলেছেন। এর অর্থ যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডে টিকটকের যাবতীয় কার্যক্রম অধিগ্রহণ করতে পারে প্রতিষ্ঠানটি। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আলোচনা শেষ হবে বলে আশা করছে মাইক্রোসফট। টুইটারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে টিকটক বা টুইটার কর্তৃপক্ষ কেউ মুখ খোলেনি।

বার্তা সংস্থা সিএনএন জানিয়েছে, চীনের জনপ্রিয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে হস্তগত করতে চাপ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ জন্য ৪৫ দিন সময় বেঁধে দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে যেকোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠানের কাছে এগুলোকে বিক্রি হতে হবে। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন, যাতে টিকটকের সঙ্গে চীনা ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সেবা উইচ্যাটকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে টিকটকের মার্কিন অপারেশন পুরোপুরি কেনার জন্য মাইক্রোসফটের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট করপোরেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরির অ্যাপ টিকটককে বাইটড্যান্সের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলতে চায় তারা। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো মার্কিন কোম্পানি যদি টিকটককে কিনে নিতে ব্যর্থ হয়, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট টিকটককে নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন।চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির অফিশিয়াল পত্রিকা পিপল ডেইলি পরিচালিত গ্লোবাল টাইমস এক সম্পাদকীয়তে সম্প্রতি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত বাইটড্যান্স ও হুয়াওয়ে টেকনোলজিসের প্রতি মার্কিন সরকার যে আচরণ করেছে, এতে মার্কিন সরকার চীনের সঙ্গে অর্থনীতি পৃথক করে ফেলতে চায়, তার প্রচেষ্টার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে চুরি করে নেওয়ার কোনো বিষয় চীনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এমনকি ভিডিও শেয়ারের অ্যাপ টিকটকের নির্মাতা বাইটড্যান্সকে কেনার জন্য ওয়াশিংটনের চাপ প্রয়োগের পাল্টা জবাব তারা দিতে সক্ষম।

মিঁয়াও দিবস

শখের পোষা প্রাণী হিসেবে বিড়ালের কদর বহু পুরোনো। গা ঘেঁষা স্বভাবের জন্য মনিবের কাছেও বেশ প্রিয়। একাকিত্ব দূরে ঠেলতে বিড়ালের মতো বন্ধু আর হয় না। স্বভাবে তুলনামূলক শান্ত, জীবনযাপনে পরিচ্ছন্ন, চলনবলনে কেতাদুরস্ত, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং রীতিমতো আরামপ্রিয় বলে শুধু নিঃসঙ্গতার সঙ্গীই নয়, স্বাস্থ্যগত উপকারও রয়েছে বিড়াল পোষার। গবেষণা বলছে, বিড়ালের গলার আদুরে গরগর আওয়াজ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিড়ালের সঙ্গ বেশ কার্যকর।আজ ৮ আগস্ট, আন্তর্জাতিক বিড়াল দিবস। ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে ২০০২ সালে যাত্রা শুরু হয় এ দিবসের। এরপর থেকে প্রতিবছর যথারীতি বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

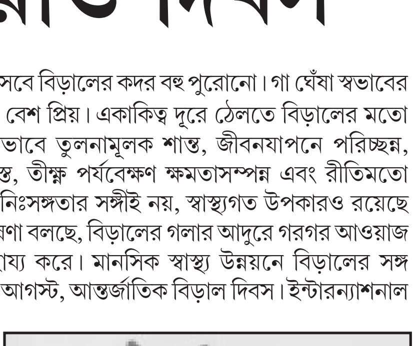

সুশান্তকে নিয়ে যে ১০ প্রশ্নের জবাব দিলেন অঙ্কিতা

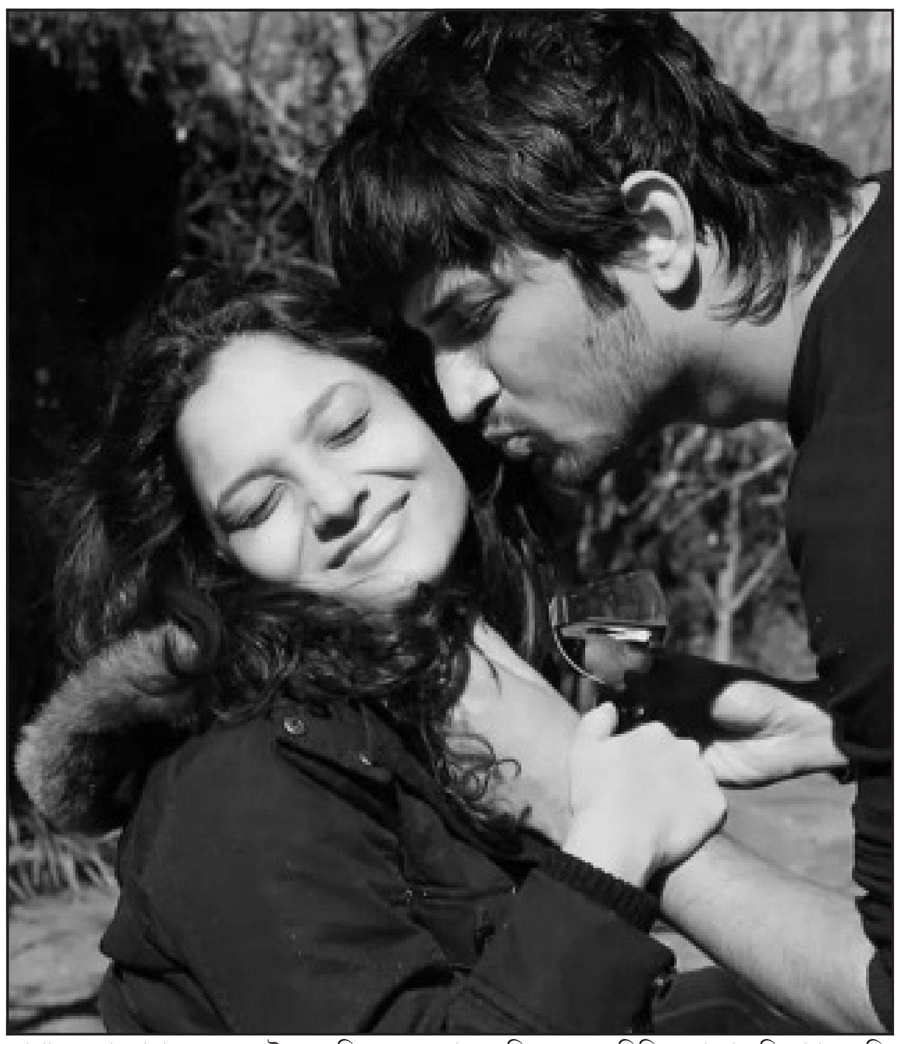

ছোট ও বড় পর্দার জনপ্রিয় মুখ অঙ্কিতা লোখান্ডে। তিনিই সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রথম ও সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের প্রেমিকা। অঙ্কিতা আর সুশান্ত সাত বছর থেকেছেন এক ছাদের নিচে। ২০১৬ সালে এই জুটির বিচ্ছেদ হলেও এখনো তাঁর বাসার নেমপ্লেট থেকে মোছেনি সুশান্তের নাম। সুশান্তের বাবাকে তিনি বাবা বলেই ডাকেন। বোনেরাও এখন পর্যন্ত ভাইয়ের খোঁজ নিতে ফোন করে অঙ্কিতার নম্বরে। কারণ, ছয় মাস ধরে ক্রমাগত ফোন নম্বর বদলাচ্ছিলেন সুশান্ত। মৃত্যুর আগে কয়েক মাসে প্রায় ৫০টি সিম বদলেছেন তিনি। নানা কারণে সুশান্তের ''আত্মহত্যা''র পর খোঁজা হচ্ছে অঙ্কিতাকে। অঙ্কিতাও কোটি সুশান্ত ভক্তর মতো সুশান্তের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও রহস্য উদঘাটনের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ''টাইমস নাউ'' নামের বিনোদনের সংবাদভিত্তিক চ্যানেলের ''ফ্যাঙ্কলি স্পিকিং'' অনুষ্ঠানে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সরাসরি ভিডিও সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই ১০টি প্রশ্ন নিয়ে এই আয়োজন।

১।এই কঠিন সময়টা কীভাবে পার করছেন?

আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে সুশান্ত নেই। আমি এখনো কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত নই। সুশান্ত এই দেশের তরুণ সমাজের আদর্শ। যে পাটনার ছোট্ট শহর থেকে এসে যা চেয়েছে, তাই করেছে। বলিউডে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্নকে কোনো মই ছাড়াই হাতের মুঠোয় এনেছিল। যে বুদ্ধিমান, অত্যন্ত মেধাবী, পরিশ্রমী আর সৎ। ও ডায়েরিতে পাঁচ বছর পরে সে কী কী চায়, সব লিখেছিল। আর পাঁচ বছর পর সেসবের সব সত্যি সত্যি ঘটিয়েছিল। ও আত্মহত্যা করার মানুষই না।

২। দীর্ঘদিন সুশান্ত আপনার সঙ্গে ছিল। তখন কি ওকে কখনো বিষণ্ন, হতাশ মনে হয়েছে?কক্ষনো না। সুশান্ত হতাশ হওয়ার মতো মানুষই না। ও সব সময় বলত, ও যদি বলিউডে কিছু করতে না পারে, তাহলে ও নিজেই ক্যামেরা নিয়ে শর্টফিল্ম বানানো শুরু করবে। বাড়ি ফিরে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ করবে। ওর কাছে সব সময় বিকল্প প্ল্যান বি, সি ছিল। সবচেয়ে খারাপ ওর সঙ্গে কী হতে পারে, সেটা আমলে নিয়েই ও পথ চলছিল। তাই যা-ই ঘটুক না কেন, ওর হতাশ হওয়ার কথাই না। ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটা মানুষ। ও মানুষের জীবনের গল্প শুনতে ভালোবাসে, মানুষকে নিজের গল্প বলতে ভালোবাসে, মানুষ ওর সম্পর্কে কী ভাবছে, সেইটা জানতে ভালোবাসে। যখন যাকে ভালোবাসে, উজাড় করে ভালোবাসে। অথচ মানুষ এখন বলাবলি করছে, ও নাকি হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করছে। দেশের কোটি মানুষ ওর জন্য লড়ছে। ও যদি জানত, দেখত, যে ওকে মানুষ কী পরিমাণ ভালোবাসছে। ওর জন্য কীভাবে লড়াই করছে!

৩। আপনি কীভাবে জানলেন যে সুশান্ত মারা গেছে?

১৪ জুন দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুম ঘুম লাগছিল। শুয়ে ছিলাম, তখনই একটা ফোন আসে। আননোন নম্বর থেকে। এক সাংবাদিক ফোন ধরতেই বলল, 'সুশান্ত সিং রাজপুত যে আত্মহত্যা করেছে, শুনেছেন?' ওইখানে ওই ঘুমের ঘোরের ভেতরেই সব থেমে গেল, সব শেষ হয়ে গেল।

৪। আপনার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুশান্তের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়েছে?

না। যেদিন ও আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তারপর আমিও আর চেষ্টা করিনি। একবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমার প্রথম ছবি ''মনিকর্ণিকা: দ্য কুইন অব ঝাঁসি'' ছবির মুক্তির আগে আমার একটা পোস্টে মন্তব্য করেছিল যে ও আমাকে নিয়ে গর্বিত। এটুকুই। তবে ওর বাবা, বোনেরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে একাধিকবার আমাকে ফোন করেছে। এই ব্যাপারগুলো আমার জন্য একটু অস্বস্তিকর ছিল। আমি সব সময় চেয়েছি, ও যেখনেই থাকুক, ভালো থাকুক। ও ওর সব স্বপ্ন স্পর্শ করুক। আমি যদি ওর বলিউডের রাস্তায় এগোনোর পথে বাধা না হই। তাই ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি নিজেকে এভাবে সান্ত্বনা দিয়েছি, যে ও নিশ্চয়ই নিজের ভালোর জন্যই আমাকে ছেড়ে গেছে। এতে নিশ্চয়ই ওর ভালোই হয়েছে। আমি সব সময় ওর মঙ্গল কামনা করি। ওর বাবা এখনো আমার বাবা, ওর বোনেরা এখনো আমার দিদি। ও আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে গেছে, কিন্তু এই সম্পর্কগুলো আমি রেখেছি। ওর পরিবারও আমার সঙ্গে রেখেছে।

৫। আপনি জানতেন, সুশান্ত দীর্ঘদিন ধরে নানা মানসিক রোগের ওষুধ খাচ্ছে? এমনকি তাঁকে কুইটিপিন দেওয়া হচ্ছে?

চার বছর ধরে আপনারা যেমন বাইরে থেকে সুশান্তকে দেখছেন, আমিও তা---ই। আমি কল্পনাও করতে পারি না যে ওর এসব ওষুধের দরকার পড়তে পারে। কারণ, ও যেমন আবেগময়, তেমনই মানসিকভাবে শক্ত। ও নিজের মাকে হারিয়েছে। এর চেয়ে বড় ক্ষতি তো আর হয় না। তখন যদি ওর এসবের দরকার না পড়ে, তাহলে এখন কেন? আমি কিছুদিন আগে জানলাম, কুইটিপিন মারাত্মক ভয়ংকর ওষুধ। আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায়। মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়। ওর ট্রেইনারও এই বিষয়ে আমাকে জানিয়েছে। ও কেন এই ওষুধ খাবে? ওর মা মারা যাওয়ার পর রানীদিকে (সুশান্তের বড় বোন) ও নিজের মায়ের মতো জানত। ও কোনো দিন রানীদির কথার অবাধ্য হয়নি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সম্ভবত ওর ডেঙ্গু হয়েছিল। তখন ওর রানীদির বাসায় যাওয়ার কথা ছিল। অথচ যেদিন সকালে যাওয়ার কথা, যেদিন থেকে সুশান্তের সব ফোন নম্বর বন্ধ। সুশান্ত কোনো দিন এ রকম করে না। রানীদি তাই আমাকে ফোন করে কাঁদছিলেন।

৬। সুশান্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ কোটি রুপি হাওয়া। আপনার কি মনে হয়, সুশান্ত কাউকে এত দামি গিফট দেবেন?

সুশান্ত খুব হৃদয়বান মানুষ। ও এমনিতে খুব সাধাসিধে। এত টাকা আয় করেও কিন্তু ওর জীবনযাপন আহামরি বদলায়নি। ওর টেলিস্কোপ, ল্যাপটপ, ক্যামেরা, গিটার, সাইকেল, গাড়ি, সম্পত্তি বলতে এই। কিন্তু অন্যকে দামি উপহার দিতে ভালোবাসত। দিতেই পারে। কিন্তু এভাবে না যে অন্য একটা অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে, যার সঙ্গে সুশান্তের কাজের বা ব্যবসায়িক কোনো লেনদেন থাকার সম্ভাবনা নেই। কাউকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে তো এত অস্পষ্টতা বা লুকোচুরির কিছু নেই।

৭। সুশান্তের বোনজামাই যে পুলিশকে রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অলিখিতভাবে অভিযোগ এনে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল, এটা কি আপনি জানতেন?

তখন জানতাম না। কিছুদিন আগে মিতুদি (সুশান্তের আরেক বোন) আমাকে জানায়, যে পুলিশ লিখিত এফআইআর ছাড়া কোনো ব্যবস্থা নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল। আর সুশান্তের পরিবারও সুশান্তকে নিয়ে কোনো নেতিবাচক খবর হোক, এমন কিছু চাচ্ছিল না। সুশান্তের ক্যারিয়ারের ক্ষতি হতে পারে, সেই ভয়ে তারা লিখিত কোনো অভিযোগ করেনি।

৮। আপনি রিয়া চক্রবর্তীকে আগে থেকে চিনতেন? সিদ্ধার্থ পাঠানিকে চিনতেন?

না, এদের কাউকে চিনতাম না। প্রায় দুই বছর ধরে সুশান্ত ওর পরিবারের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ করছিল না। আমি সুশান্তের এক বন্ধুর কাছ থেকে ও ভালো আছে কি না জানতে চাইলে সেও জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওর সঙ্গে সুশান্তের যোগাযোগ নেই। এটা শুনে অবাক হয়েছি। তবে এর বেশি তো জানার বা খোঁজ নেওয়ার অধিকার তো আমি রাখি না।

৯। রিয়া চক্রবর্তীর একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে কালো একটা টপস পরে সে বলে, ''আমার বয়ফ্রেন্ড ছোটখাটো গুন্ডা, আর আমি ডন। ও জানেই না, যে আমি কত বড় ডন'', এই ভিডিওটা দেখেছেন? এঁর সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?না, আমি এসব কোনো ভিডিও দেখিনি। আমি যাঁকে চিনি না, জানি না, তাঁর সম্পর্কে গণমাধ্যমে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আমি শুধু চাই, সত্য বের হয়ে আসুক।১০। আপনার কি মনে হয় সুশান্ত আত্মহত্যা করেছেন, না তাঁকে হত্যা করা হয়েছে?

সবচেয়ে বড় কথা হলো, সুশান্ত আর বেঁচে নেই। আমি নিশ্চিত, ওর এখনকার ডায়েরিতেও পাঁচ বছর পর ও কী কী করবে সেগুলো লেখা। ও যদি আত্মহত্যা করে, তো আমি জানতে চাই, ও কেন আত্মহত্যা করেছে। ওকে যদি মেরে ফেলা হয়, তো আমি জানতে চাই, কেন মেরে ফেলা হলো। যেটাই ঘটুক, আমি নিশ্চিত, বাইরে এমন এক বা একাধিক মানুষ আছে, যে বা যারা সম্পূর্ণ সত্য জানে।

মায়ের জন্য ঠিকঠাক 'বয়ফ্রেন্ড' খুঁজছেন মেয়ে

৭ আগস্ট ছিল শার্লিজ থেরনের ৪৫তম জন্মদিন। আর জন্মদিনে দুই সন্তানসহ জুমে অনলাইন বার্থডে পার্টি করেছেন অস্কারজয়ী এই আফ্রো—আমেরিকান হলিউড তারকা। শার্লিজ জানিয়েছেন, আফ্রিকায় থাকা মায়ের সঙ্গে ভিডিও কলে পার্টি শুরু করতেই তাঁর মা নাকি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছেন। অন্যদিকে, শার্লিজের দত্তক নেওয়া দুই সন্তানের মধ্যে ছোট মেয়ে আগস্ট মাকে 'বয়ফ্রেন্ড' উপহার দিতে চেয়েছে। কিন্তু মায়ের জন্য সে ঠিকঠাক 'বয়ফ্রেন্ড' খুঁজে পাচ্ছে না।

অস্কারজয়ী এই 'ম্যাড ম্যাক্স: ফিউরি রোড' তারকার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস পাঁচ বছর ধরে 'সিঙ্গেল'। হলিউডের সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী তারকাদের একজন থেরনের প্রথম প্রেমিক সংগীত তারকা স্টেফান জেনকিনস। তিন বছরের সম্পর্ক ভেঙে যায় ২০০১ সালের অক্টোবরে। হৃদয় ভাঙার অনুভূতি উঠে এসেছিল 'থার্ড আই ব্লাইন্ড'—এর তৃতীয় অ্যালবাম 'আউট অব দ্য ভেইন'—এর গানে। এরপর আইরিশ অভিনেতা স্টুয়ার্ট টাউনসেন্ডের সঙ্গে প্রেমটা ২০০২ সালে শুরু হয়ে টিকেছিল দীর্ঘ আট বছর। এই দম্পতি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্র ও আয়ারল্যান্ডে এক ছাদের নিচে থেকেছেন। আর থেরনের তৃতীয় প্রেমিক শেন পেন। ২০১৫ সালের জুন মাসে বিচ্ছেদের পর এত দিন একাই আছেন এই হলিউড তারকা।

জীবনের প্রথম অনলাইন পার্টি নিয়ে বেজায় খুশি 'এটলিম ব্লন্ড', 'বম্বশেল', 'ইয়ং অ্যাডাল্ট', 'টুলি'খ্যাত এই তারকা। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থেরন বলেন, '২০২০ সালটা খুবই ম্যাড়মেড়ে। এর মধ্যেও জ্বলজ্বল করবে আমার জন্মের দিনটা। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, যাঁরা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার অস্তিত্বকে চিৎকার করে জানান দিয়েছেন, আমার জন্মদিনকে বিশেষ করেছেন।' সাধারণ ভক্তদের পাশাপাশি রিদ উইদারস্পুন, জানুয়ারি জুনস, জেসিকা চেস্টিনসহ অসংখ্য তারকা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন থেরনকে। রিজ লিখেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে সাহসী রানিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।'

সোমবার আগরতলায় মাস্ক ও সেনিটাইজার বিলি করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মিজোরামে নতুন ১২ জন করোনা আক্রান্ত, মোট সংক্রমিত ৬২০

আইজল, ১০ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তুলনামূলক ভালো অবস্থায় রয়েছে মিজোরাম। সোমবার নতুন করে ১২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২০। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৪ জন গাড়ি চালক ও সহ-চালক উত্তর প্রদেশ, অসম এবং ত্রিপুরা থেকে এসেছেন বলে স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক বলেন, লুংলেই জেলায় ৫ জন, কলাশিব জেলায় ৪ জন, আইজল জেলায় ১২ জন এবং চামফাই জেলায় ১ জনের দেহে নতুন করে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ৫ জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত মিজোরামে ৬২০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে বহিঃরাজ্যের ট্রাক চালক ও সহ-চালক রয়েছেন। তাঁর দাবি, ৪ জন বহিঃ রাজ্যের ট্রাক চালক ও সহ-চালক উত্তরপ্রদেশ, অসম এবং ত্রিপুরা থেকে এসেছেন।

তিনি বলেন, নতুন করোনা আক্রান্তের মধ্যে সামনের সারির যোদ্ধা রয়েছেন। তিনি করোনা আক্রান্তের চিকিৎসায় সংক্রমিত হয়েছেন। ওই আধিকারিকের কথায়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং ওড়িশা থেকে ফিরে লুংলেই জেলায় একান্তবাসে থাকা ৫ বিএসএফ জওয়ানের দেহেও করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, মিজোরামে এখন পর্যন্ত ২৩,৩২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬২০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। বর্তমানে ৩২২ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। ২৯৮ জন সুস্থ হয়েছেন। তবে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মিজোরামে এখনও কেউ মারা যাননি। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই রাজ্য তুলনামূলক ভালো অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গুয়াহাটিতে বুনো শূকরের হামলায় ঘায়েল চার, একজনের মৃত্যু

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার গুয়াহাটিতে বুনো শূকরের হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে আজ হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে জনৈক মকলেস আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। শূকরের আচমকা হামলায় আরও তিনজন ঘায়েল হয়েছেন বলে জানা গেছে। মূলত ঘায়েল হয়েছিলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে আজ একজনের মৃত্যু হয়। বাকি তিনজনের একজনকে গুয়াহাটির মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতাল (এমএমসিএইচ), আরও একজন করে দুজনকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং উইন্টোব হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

নিহত মকলেস আলির বাড়ি সর্থেবাড়ির বেলবাড়ি এলাকায় বলে জানা গেছে। মকলেস অসম পুরাতত্ত্ব অধিকরণের পাহারাদার হিসেবে কর্তরত ছিলেন। গত ৮ আগস্ট শনিবার মহানগরের আমবাড়ি এলাকায় একটি বুনো শূকর দিগবিদিগশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল। গুয়াহাটি প্রেসক্লাবেও ঢুকেছিল দিশাভ্রষ্ট শূকরটি। প্রেস ক্লাবে প্রথমে রাজেন বাসফর নামের এক কর্মচারীর ওপর হামলা করে। তার পর পাশেই পুরাতত্ত্ব অধিকরণ চত্বরে ঢুকে করুণা বর্মণ নামের আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখনই মকলেস আলি গুরুতরভাবে আহত হন। সেখান থেকে শূকরটি অসম টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চত্বরে প্রবেশ করে আরও দুজনকে গুরুতরভাবে আহত করে। গোটা ঘটনা সিসিটিভ ক্যামেরায় বন্দি হয়।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অসমের পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অসম পুলিশের মহানির্দেশক (ডিআইজি) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। সোমবার তাঁর অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের নির্দেশে তিনি গৃহ একান্তবাসে চলে গেছেন। রাজ্য পুলিশের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, গতকাল ডিজিপি মহন্তের সামান্য জ্বর ও কাশির উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে আজ তাঁর রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়। তাঁর গাড়ি চালকের দেহেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে, জানান তিনি। উল্লেখ্য, রাজ্য পুলিশে সদর দফতরের মোট ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্য অধিকাংশ আরোগ্য লাভ করেছেন। এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন গতকাল ৯ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের মোট ২,২৫০ জন করোনা ভইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৭৩৪ জন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।প্রসঙ্গত অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮,৮৩৭। এর মধ্যে ৪২,৩২৫ জন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৪৫ জন। সক্রিয় রোগী ১৬,৩৬৫ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে।

করোনায় আক্রান্ত অসমের পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অসম পুলিশের মহানির্দেশক (ডিআইজি) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। সোমবার তাঁর অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের নির্দেশে তিনি গৃহ একান্তবাসে চলে গেছেন।

ছয়ের পাতায়

পূর্ণাঙ্গ জেলার অনুমোদন পেল বজালি, শীঘ্রই শুরু হচ্ছে গুয়াহাটি ট্যুইন টাওয়ার নির্মাণের কাজ, হবে আরও দুটি এসডিআরএফ ব্যাটালিয়ন

গুয়াহাটি, ১০ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ জেলার অনুমোদন পেল বরপেটা জেলার অন্তর্গত বজালি মহকুমা। এছাড়া খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে গুয়াহাটি ট্যুইন টাওয়ার নির্মাণের কাজ। অতিমারি করোনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা দেরি হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

সোমবার বিকেল দুটা নাগাদ খানাপাড়ায় প্রশাসনিক স্টাফ কলেজের মিলনায়তনে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পৌরোহিত্যে তাঁর মন্ত্রিসভার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় অতিমারি করোনার বর্তমান ও পরবর্তী স্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠক শেষে সংসদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি সাংবাদিকদের জানান, গুয়াহাটি ট্যুইন টাওয়ার নির্মাণের কাজ অতি শীঘ্রই আরম্ভ করা হবে। এ কাজের বরাত প্রদানের জন্য খুব শিগগির টেন্ডার আহ্বান করা হবে। তিনি আরও জানান, বিশ্বজুড়ে অতিমারি করোনা ত্রাসের জন্য এনপিসিসি আসতে পারেনি। তবে এ বছরই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

এছাড়া আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবিত বজালি মহকুমাকে পূর্ণাঙ্গ জেলার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। নতুন জেলার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য ১০ জন আধিকারিক নিযুক্তি করার পাশাপাশি ৮৫টি নয়া পদ সৃষ্টি করার ওপর সিলমোহর মেরেছে মন্ত্রিসভা। এছাড়া সভায় অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের (এএসটিসি) অধীনে ৬৬৮টি বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটিতে ২৩৩টি, স্বল্প দূরত্বের রাস্তায় ১৪৭টি, ৫০টি অন্যান্য শহরের জন্য এবং ২৩৮টি দূরপাল্লার রাস্তায় বাস চালানোর সিদ্ধান্তগ্রহণ হয়। তাছাড়া সুষ্ঠুভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য রাজ্যে নতুন আরও দুটি এসডিআরএফ ব্যাটালিয়ন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আজকের মন্ত্রিসভায়।

মেঘালয়ে আরও ৫২ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬১০

শিলং, ১০ আগস্ট (হি.স.) : নতুন করে মেঘালয়ে ৫২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এ নিয়ে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬১০-এ পৌছেছে। তার মধ্যে শুধু পূর্ব খাসিপাহাড়েই ৪২৭ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। মেঘালয়ের এই জেলা শুরু থেকেই সংক্রমণের শীর্ষে। তবে, আজ নতুন করে করোনা আক্রান্তদের অধিকাংশই পশ্চিম গারোপাহাড়ের বাসিন্দা বলে সন্ধান মিলেছে। এদিকে, আজ ৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন।

মেঘালয়ের স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে, সোমবার নতুন করে পূর্ব খাসিপাহাড়ে ১১ জন, রি-ভই জেলায় ২ জন এবং পশ্চিম গারোপাহাড়ে ৩৯ জনের দেহে কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে বিএসএফ সহ সশস্ত্র বাহিনীর ৩১ জন জওয়ান রয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিকের কথায়, মেঘালয়ে পূর্ব খাসিপাহাড় ক্রমশ চিন্তা বাড়াচ্ছে। কারণ, ওই জেলায় সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। শুধু তা-ই নয়, সংক্রমণের হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রসঙ্গত, নতুন করোনা আক্রান্তদের নিয়ে মেঘালয়ে মোট ১,১১৪ জনের দেহে সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ৪৯৮ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন এবং ছয়জন মারা গেছেন। রাজ্যে শুধু পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় বর্তমানে ৪২৭ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৯১ জন বিএসএফ জওয়ান, ৬৯ জন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান এবং ২৬৭ জন সাধারণ নাগরিক রয়েছেন।

এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করলেন পরিবেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.): এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) এর খসড়া নিয়ে পাল্টা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। কিছু মানুষ একটি খসড়া প্রস্তাবনাকে নিয়ে ইস্যু তৈরি করে রাজনীতি করছেন। যদিও এখনও এই খসড়া চূড়ান্ত বলে ধার্য করা হয়নি বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী।

সোমবার পরিবেশ মন্ত্রী জানিয়েছেন, এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট খসড়া নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক হাজারেরও বেশি পরামর্শ এসেছে।সেগুলিকে খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হবে। ফলে এখনই এই বিষয়ে অযথা রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচরণ করাটা উচিত নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে তৎকালীন পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এর বিরোধিতা করেছিলেন।সোমবার একই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান রাহুল গান্ধী।তিনি দাবি তোলেন অবিলম্বে এই খসড়া প্রস্তাবনা বাতিল করে দেওয়া হোক।এমন বিধি কার্যকর হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রফুল্ল মহন্তের মুখে অসমের বহুভাষা-বহুধর্ম ও জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ের বার্তায় খুশি 'আমরা বাঙালি'

শিলচর (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : অসম রাজ্যে বহুভাষিক, বহুধর্মীয় লোকের বাসস্থান। এমন চিরাচরিত সত্য কথা শোনা গেল অসম আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা অগপ বিধায়ক প্রফুল্লকুমার মহন্তের মুখে। তাঁর মুখে সমন্বয়ের বার্তা শুনে আহ্লাদিত আমরা বাঙালি নামের রাজনৈতিক সংগঠন।

উল্লেখ্য, গত ৭ আগস্ট বরাক সফরে এসেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত। সেদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর মুখে অসমের বহুভাষা-বহুধর্মের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ের বার্তায় দারুণ খুশি 'আমরা বাঙালি'। সংগঠনের অসম রাজ্য কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ এক প্রেসবার্তায় বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত বরাক সফরে এসে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। এটা নিতান্তই শুভ লক্ষণ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহন্ত নিজের মুখে স্বীকার করেছেন, অসম বহুভাষা, বহুধর্ম ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। প্রফুল্ল মহন্তের এমন তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের ফলে নিঃসন্দেহে রাজ্যের জনগণের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি, সমন্বয়, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যতাবদ্ধতা মজবুত হবে বলে আশাবাদী 'আমরা বাঙালি'।

সংগঠনের সচিব সাধন পুরকায়স্থ আরও বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তের এ ধরনের শুভ চিন্তা ভাবনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানায় 'আমরা বাঙালি'। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্যের প্রতিফলন হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে অসম সরকারের শুভেচ্ছা বার্তায় বিহু উৎসব ও বাংলা নববর্ষ উৎসব সহ অন্যান্য উৎসবের ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন সাধন পুরকায়স্থ। এমন কর্মসূচির মাধ্যমেই সমন্বয় ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে রাজ্যের সার্বিক প্রগতি ও বিকাশ সাধনে সমৃদ্ধশালী অসম গড়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন 'আমরা বাঙালি'র রাজ্য সচিব পুরকায়স্থ।

তেলেঙ্গানায় ফুটবে পদ্ম, আশা জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.): টিআরএস শাসিত তেলেঙ্গানা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।রাজ্য সরকার নিদ্রায় চলে গিয়েছে তাই উন্নয়ন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।বিভ্রান্তিকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলেছে রাজ্য। জনগণ তেলেঙ্গানায় পদ্ম ফুল ফোটানোর জন্য মনস্থির করে ফেলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।এদিন ভার্চুয়াল র‍্যালির মাধ্যমে তেলেঙ্গানার ৯ টি জেলার সদর শহরে দলীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জগত প্রকাশ।

পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, করোনা সংকটকালীন মধ্যে রাজ্যবাসীর প্রতি অবহেলার মনোভাব পোষণ করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। তার এই পদক্ষেপ নিন্দনীয়। করোনা থেকে রাজ্যবাসীদের রক্ষা করার জন্য কোনও উন্নততর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি রাজ্য প্রশাসন।হাইকোর্ট এ বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনকে ভৎসনা করেছে।প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান যোজনা থেকে দেশের যেখানে ৫৫ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে। সেখানে রাজ্যের ৯৮ লক্ষ মানুষকে এর সুফল থেকে বঞ্চিত করেছে মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন উদাসীন মনোভাব পোষণ করে চলেছে বর্তমান রাজ্য সরকার।ছয় বছর আগে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি বলেছিল রাজ্যের ৭ লক্ষ গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে।কিন্তু এখনও পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি বাড়ি তৈরি করা যায়নি।লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করে দিয়েছে তেলেঙ্গানার মানুষ।করোনার এই সংকটকালে বিজেপি কর্মী না যেভাবে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রশংসা করেছেন জগত প্রকাশ।

স্ত্রীকে খুন করে সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা স্বামীর, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বধূ

মালদা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : প্রথম পরিচয় স্যোশাল মিডিয়ায়। তারপরে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে। এরপর লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। পুরো ঘটনার ব্যাপারে পুলিশে নালিশ জানানোয় ওই গৃহবধূকে এলাকাছাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত স্বামী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে।

গোটা ঘটনা নিয়ে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও সুরাহা না হওয়ায়, অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় ওই গৃহবধূ। এরপরেই নড়েচড়ে বসেছেন জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া জানান, এই ঘটনার বিষয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার ব্যাপারেও ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মালদা শহরের মালঞ্চ পল্লীর বাসিন্দা শম্পা সরকারের এক বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা সুদাম দাসের।

তিনি ইংরেজবাজার পুরসভার অস্থায়ী কর্মী। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই শম্পার নামে থাকা সমস্ত টাকা কৌশলে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সুদামের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানার পর প্রতিবাদ করলে ওই গৃহবধূকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বাড়িছাড়া করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এখন ওই গৃহবধূ মালদা শহরের একটি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজেকে আত্মগোপন করে রেখেছেন। নির্যাতিত শম্পা সরকারের বক্তব্য, 'আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন সুজন দাস। এরপর শ্বশুরবাড়িতে না তুলে শহরের একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে রাখা হয়। এমনকি আমার পরিচয় পত্রে স্বামী হিসাবে সুদাম দাসের নাম উল্লেখ রয়েছে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকার ওপর আত্মসাৎ করেছে সে। এছাড়াও কয়েক লক্ষ টাকার অলঙ্কারও হাতিয়ে নিয়েছে সুজন। স্ত্রীর মর্যাদাটুকুও আমাকে দেওয়া হয়নি। এরপরই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি রাস্তায় চলাফেরা করার সময় অ্যাসিড নিয়ে হামলাও করেছে সুজন।

গত ২৩ মার্চ পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু তারপরেও অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। বরঞ্চ সে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সুবিচার চেয়েছি।'

এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মৌসম বেনজির নুর বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। বিষয়টি শুনেছি। পুলিশকে বলবো পুরো বিষয়টি তদন্ত করে যেন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।' অন্যদিকে ইংরেজবাজার পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন তথা বিধায়ক নিহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, 'পুরসভার অস্থায়ী এক কর্মীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সে সম্পর্কে কিছু জানা নেই। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হবে।'

যোরহাটে বিধ্বংসী আগুন, হত মহিলা সহ দুই, জখম তিন

যোরহাট (অসম), ১০ আগস্ট (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাটে বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনৈক মহিলা সহ অগ্নিদগ্ধ হয় দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পাশাপাশি আরও তিনজন জখম হয়েছেন। ঘটনা রবিবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় শহরে অবস্থিত এটি রোডে সংঘটিত হয়েছে। গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

যোরহাটের জেলাশাসক রোশনি এ করাতি জানান, রবিবার রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। এটি রোডের ঠাকুরবাড়ি এলাকার সিংঘি মটরস নামের স্কুটার স্পেয়ার পার্টসের দোকান থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। আগ্নিকাণ্ডের ফলে এক এক করে কয়েকটি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। ফলে নিমেষের মধ্যে লাগোয়া দোকান এবং আবাসগুলিকে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা। অনেকে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে সত্যনারায়ণ আগরওয়ালা এবং গোমতি দেবী অন্যতম। তাঁরা ঝাঁপ দিয়ে বাইরে জঞ্জালবাহী গাড়িতে গিয়ে পড়ে আহত হন। অবশ্য তাঁরা অগ্নিদগ্ধও হয়েছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ পাঁচ জনকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে আজ (সোমবার) দুজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নিহতরা যথাক্রমে গোমতি দেবী (৭২) এবং সত্যনারায়ণ আগরওয়ালা (৭৫)। আহতরা মহেন্দ্র আগরওয়ালা (৫৮), কৃষ্ণগোপাল আগরওয়ালা (৫৫) এবং ঊষা সিংঘি (৫০)। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ তাঁদের যোরহাট থেকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। হতাহত সকলেই সিংঘি পরিবারের সদস্য।

জেলাশাসকের কাছে জানা গেছে, রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিট নাগাদ আগুনের সূত্রপাত ঘটলেও আজ ভোর প্রায় চারটে নাগাদ তা নির্বাপণ করতে সক্ষম হয়েছেন দমকল কর্মীরা। তিনি জানান, রাজ্য অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর পাশাপাশি যোরহাট ছাড়া শিবসাগর এবং গোলাঘাট জেলা থেকে ওএনজিসি, বায়ুসেনা, এনআরএল-এর মোট ১৩টি ইঞ্জিন নিয়ে এসে আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত কয়েকদিনের মধ্যে যোরহাটের পুরণি বালিবাটের জিলানি হাউস, পুরনো মসজিদেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যোরহাটের বিভিন্ন মহলে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এদিকে মাড়োয়ারি ঠাকুরবাড়ি এলাকার আগুন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যোরহাট শহরের বিশিল ঘনবসতিপূর্ণ এক অঞ্চল ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে রাক্ষা পেয়েছে। শহরের অতি ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলে রয়েছে বেশ কয়েকটি বিশাল বিশাল গুদাম।

মঙ্গলবার তিনটি পরিষেবার সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় কৃষি উচ্চ শিক্ষা যোজনার অন্তর্গত তিনটি পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন।কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষি কল্যাণ মন্ত্রকের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক হিন্দুস্থান সমাচারকে জানিয়েছেন যে ১১ আগস্ট, মঙ্গলবার নরেন্দ্র সিং তোমর কৃষি ক্ষেত্রে তিনটি পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষি মেঘ (এন এ আর ই এস- ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সার্ভিসেস), কৃষিক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য পোর্টালের সূচনা এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদর জন্য একটি নেটওয়ার্ক পরিষেবা।

রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মনোজ সিনহা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে দেখা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন মনোজ সিনহা। এরপরই উপ-রাষ্ট্রপতির বাসভবনে গিয়ে বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে দেখা করেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।

রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন মনোজ সিনহা। গত শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মনোজ সিনহা।

নাগাল্যান্ডে একদিনে সংক্রমিত ২৩১ জন, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩০১২

কোহিমা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : একদিনে ২৩১ জন করোনা আক্রান্তের ঘটনায় নাগাল্যান্ডে সংক্রমিতের সংখ্যা তিন হাজারের গণ্ডি পার করেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম সোমবার তাঁর অফিশিয়াল টুইট আপডেটে এই খবর দিয়েছেন। তিনি জানান, ৮২৮টি নমুনা পরীক্ষায় ২৩১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ডিমাপুরের ১০৫ জন, কোহিমার ১০৪, মনের ১৮ জন এবং জুনেবোতোর চারজন রয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই সকল করোনা আক্রান্তদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করার কাজ জোর কদমে চলছে। তাদের সকলকে সেল্ফ আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া এড়ানো যাবে।

প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ডে এখন পর্যন্ত ৩,০১২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২,০৯৭ জন। সুস্থ হয়েছেন ৯০৪ জন। ৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এছাড়া ৩ জন নাগাল্যান্ডের বাইরে রয়েছেন।

এদিকে, সক্রিয় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ডিমাপুরে ১,২৮৭ জন, কোহিমায় ৫৩৩ জন, মন-এ ১৮৪ জন, জুনেবোতোয় ৬৩ জন, পেরেন-এ ১১ জন, ওখা-য় ১০ জন, মোককচং-এ ৫ জন, ফেক-এ ৩ জন এবং তুইসাং-এর ১ জন রয়েছেন।

জল্পনা উসকে সোনিয়া ও রাহুলের সঙ্গে বৈঠক শচীনের

জয়পুর, ১০ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই ফের কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সমাধানের জায়গায় যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে সেই দিকেই ইঙ্গিত আরও জোরালো করলেন শচীন পাইলট।

সোমবার রাজস্থানের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, রাহুল গান্ধী সঙ্গে বৈঠক করেন। মনে করা হচ্ছে এতে করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরিসর তৈরি হতে পারে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।শচীন পাইলটকে নিজেদের দিকে টানতে সক্ষম হয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

অন্যদিকে রাজস্থানে প্রদেশ কংগ্রেস বিক্ষুব্ধ বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে।যদিও জানা গিয়েছে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের একাংশ নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে দলে ফিরতে প্রস্তুত।

আধুনিক ভারতে আজও প্রাসঙ্গিক ক্ষুদিরামের চেতনা

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.): ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের ভূমিকা অপরিসীম। আর সেই বিপ্লবের প্রতীক হচ্ছেন ক্ষুদিরাম বসু। মঙ্গলবার তার প্রয়াণ বার্ষিকী।একশো বছরেরও বেশি সময় আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন অগ্নিপুত্র ক্ষুদিরাম। তাঁর আত্মত্যাগের ধারা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু, বাঘাযতীন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, উধম সিং, ভগৎ সিং সহ বহু বিপ্লবী মনীষী। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও আজও তাদের আদর্শ, নৈতিকতা বোধ সমাজের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের এই আত্মত্যাগের কাহিনী নিবিড় ভাবে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। হুগলি জেলার তেলিনিপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক বিভাস ঘোষাল জানিয়েছেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের অবদান সর্বাগ্রে থাকবে।রাসবিহারী বসু, বাঘাযতীন থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিনয়-বাদল-দীনেশের অবদান কোনদিন ভোলার নয়।অহিংসা আন্দোলনে থেকেও বিপ্লবীদের অবদান বেশি।মূলত বিপ্লবীদের নিরন্তর সংগ্রামের কাছে নতিস্বীকার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।দেশ স্বাধীনতা হওয়ার জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর যে বিশেষ অবদান রয়েছে তা মেনে নিয়েছিলেন ক্লিমেন্ট এটলি। মনে রাখতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী।অহিংসার পথে আন্দোলন করে যাওয়া লোকেরা কোনদিনই পূর্ণ স্বরাজের জন্য আহবান করেননি।ব্যতিক্রম শুধুমাত্র ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন।যদিও সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।বর্তমনে স্কুল পাঠ্যসূচিতে এসব কাহিনী নিবিড় ভাবে আলোচনা করা হয়নি।বিপ্লবীদের আত্মত্যাগকে গৌরবান্বিত করা হয়নি।শুধুমাত্র হালকা স্পর্শ করে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার জানিয়েছেন, বিপ্লব যে প্রকৃত অর্থে সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে এবং সে পরিবর্তন যে ইতিবাচক হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়ে ছিল রাশিয়া। ভারতেও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্র-পথিক ছিলেন ক্ষুদিরাম।নিরন্তন বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতসহ বিশ্বের একাধিক দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শৃংখল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল।

রাশিয়ায় বিপ্লবের পর সেখানকার সাধারণ মানুষ জীবনধারণের যাবতীয় উপাদান সহজেই পেয়েছিল। তাদের জীবন খুশিতে ভরে উঠেছিল। ক্ষুদিরাম বসুর আত্মত্যাগ সেই সময় সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতসহ বিশ্বের একাধিক দেশ নিজেদের মুক্তির জন্য নিরন্তর সংগ্রামকেই বেছে নিয়েছিল।ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) অধ্যাপক রাহুল শেখ জানিয়েছেন, স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা বড় আকারে ধরা হয়েছে।বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংগ্রামকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ক্ষুদিরাম সহ মহান বিপ্লবীদের আদর্শ, চিন্তা বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।তারা কি কারনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তা অনুধাবন করতে হবে।সেই সময় যে অর্থনৈতিক নিপীড়ন, খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছিল এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল বিপ্লবীরা।

বিএনপি!

তিনের পাতার পর

কমিটির সদস্যদের মধ্যে বৈঠক হচ্ছে না এমন তথ্য নাকচ করে দিয়ে কমিটির অন্য সদস্য ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, দুজন স্থায়ী কমিটির সদস্য, ভাইস চেয়ারম্যানসহ ২২ জন নিয়ে আমাদের কমিটি। আমরা আমাদের কাজ করছি। অনলাইনে নিয়মিত আমাদের বৈঠক হচ্ছে।

কমিটির সদস্য ড় আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, এখন করোনার সময়। রাজনীতিও নেই। সব সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বন্ধ। অনলাইনে যতটুকু করা যায় ততটুকু হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

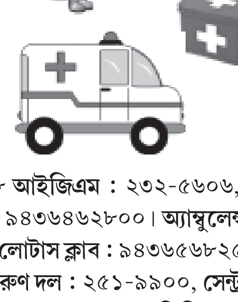

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শরিফের পীরজাদার উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে, গন্ডগোল

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির উপর হামলার অভিযোগ উঠল ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড় থানা এলাকার কাজদিয়ায়। তৃণমূল বিধায়ককে গ্রেফতারের দাবিতে কয়েক হাজার লোক অবরোধ শুরু করে ভাঙড় লাগোয়া ঘটকপুকুরের কাছে বাসন্তী হাইওয়ের উপর। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

অবরোধকারীদের দাবি, শওকত মোল্লাকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তাঁরা অবরোধ চালিয়ে যাবেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে উপস্থিত হন বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু।

আব্বাসের অভিযোগ, তিনি এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে ভাঙড়ে গিয়েছিলেন। কাজদিয়ায় পৌঁছনো মাত্রই তাঁদের উপর হামলা চালায় শওকত ও তাঁর দলবল। পিছনে যাঁরা মোটর সাইকেলে ছিলেন তাঁদেরও মারধর করা হয় বলে দাবি আব্বাসের। এরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

আনলক-২

● প্রথম পাতার পর

সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদিতে আগের মতোই নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা হল, সুইমিংপুল, পার্ক সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে। শেষকৃত্যে ২০ জন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের উপস্থিতির অনুমতি দিয়েছে। তবে, গণ-পরিবহণ আগামীকাল থেকে চালু হচ্ছে। সমস্ত নিজস্ব এবং বেসরকারি পরিবহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বাদে সারা ত্রিপুরায় যাতায়াতে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। এমন-কি, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাতায়াতেও কোনও বিধিনিষেধ রাখা হয়নি। তবে, চালক, সহ-চালক এবং যাত্রীদের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে।

ক্ষোভ জানাতে ১২ আগস্ট পথে নামছেন বেসরকারি বাস মালিক সংগঠন

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : আর্থিক ক্ষতির জন্য কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলে আন্দোলনে নামার ঘোষণা করল ওয়েস্ট বেঙ্গল বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিক সংগঠনের। আগামী বুধবার কলকাতার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিক্ষোভ দেখাবেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

বর্তমানে কলকাতার রাস্তায় ২৭ হাজার বেসরকারি বাস ও মিনিবাস নিত্যযাত্রীদের পরিষেবা দিচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁদের দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, যেহেতু এই লকডাউনের সময় গণপরিবহণ সচল রাখতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিটি বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের মালিকদের। রাজ্য সরকার তাঁদের নানাভাবে সুবিধা দিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কোনও বাস রাস্তায় চলাচলের জন্য কর দিতে হবে না বলেছে। কিন্তু কেন্দ্রের হাতে যে বিষয়গুলি রয়েছে, সেগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

ওয়েস্ট বেঙ্গল বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মালিক সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ নারায়ণ বসু সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'কেন্দ্র গাড়ির বার্ষিক ইনসিওরেন্সের সময়সীমা বৃদ্ধি করুক। প্রত্যেক বছর বীমার জন্য প্রতিটি গাড়ি পিছু মোটা টাকা গাড়ির মালিকদের কেন্দ্রের ঘরে জমা করতে হয়। তা এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্যায় ফেলছে। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এত টাকা দিয়ে গাড়ি চালালে গাড়িই আমরা বাঁচাতে পারব না। তাই গাড়ি বাঁচলে সবাই বাঁচবে। আমরা বাঁচব, পরিবহণ কর্মীরা বাঁচবেন।'

প্রদীপ নারায়ণবাবুর কথায়, 'আমরা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করে গত মাসে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইনি।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের বিরুদ্ধেএখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পুলিশ।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় বাতাস চলাচলের জন্য তৈরি হল গভীর ভার্টিক্যাল সুড়ঙ্গ

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি স): আরও এক ধাপ এগোল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ। এবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সঠিকভাবে বাতাস চলাচলের জন্য তৈরি হল দেশের সবচেয়ে গভীর ভার্টিক্যাল সুড়ঙ্গ।

অনেক সময় মেট্রো আটকে গেলে সমস্যা হয় যাত্রীদের। আর তাই এবার যাত্রীদের কথা ভেবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় বাতাস চলাচলের জন্য ভারতের সবচেয়ে গভীর ভার্টিক্যাল সুড়ঙ্গ তৈরি করা হল। এই সুরঙ্গ তৈরি হয়েছে গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ড রোডে। ১৪-১৫ তলার সমান গভীরতা বিশিষ্ট এই সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে লকডাউনের মধ্যে।আপৎকালীন পরিস্থিতিতে যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে বিশাল আকার এই সুড়ঙ্গ এমনটাই মনে করছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। বার বার মাটি পরীক্ষা ও অন্য কাজ চলছে সুরঙ্গ তৈরীর ক্ষেত্রে।

ফের কলকাতা মেডিকেলের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি স): ফের কাঠগড়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কলকাতা মেডিকেলের বিরুদ্ধে এবার উঠল উদাসীনতার অভিযোগ।

অভিযোগ উঠেছে, মেটিয়াবুরুজের এক বাসিন্দা বছর ৪৮- র ওই মহিলা দু মাস আগে পেটের যন্ত্রণা নিয়ে কলকাতা মেডিকেলে আসে চিকিৎসা করাতে। এবার দেখা যায় তার গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে। যার জন্য অস্ত্রপ্রচার প্রচার করতে হবে। ফলতো নানান ধরনের পরীক্ষা করা হয়। এরপর অস্ত্রপ্রচারের ডেট চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দেওয়া হয়। কিন্তু তার আগে তাকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে বলা হয়। তবে, পরিবারের অভিযোগ ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে গিয়ে হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করার আগে করোনা পরীক্ষা করোনা করতে হবে। কিন্তু তার জন্য কোন কিছু লিখে দেওয়া হয়নি।

ভাস্করজ্যোতি মহন্ত

পাচের পাতার পর

উল্লেখ্য, রাজ্য পুলিশে সদর দফতরের মোট ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্য অধিকাংশ আরোগ্য লাভ করেছেন। এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন গতকাল ৯ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের মোট ২,২৫০ জন করোনা ভইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৭৩৪ জন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮,৮৩৭। এর মধ্যে ৪২,৩২৫ জন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৪৫ জন। সক্রিয় রোগী ১৬,৩৬৫ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত তিন চিকিৎসক

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি স)। একই দিনে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তিন জন চিকিৎসক! করোনা-যোদ্ধাদের এই প্রয়াণে চিকিৎসক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজ্যের চিকিৎসক মহলে বড়সড় ধাক্কার দিন এই ঘটনা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরামের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার করোনা সংক্রমণ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ডক্টর প্রদীপ ভট্টাচার্য, ডক্টর বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং ডক্টর তপন সিনহার। এ ছাড়াও এদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক হিমাদ্রি সেনগুপ্তও। তবে তিনি করোনায় সংক্রামিত ছিলেন না বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর, শ্যামনগরের বাসিন্দা, ভাটপাড়া অঞ্চলের ডাক্তার প্রদীপ ভট্টাচার্য খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এলাকায়। তিনি কোনও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ব্যক্তিগত ভাবে রোগী দেখতেন। এলাকাবাসী বিপদে-আপদে প্রায়ই পাশে পেয়েছেন তাঁকে।

১৬৪

● প্রথম পাতার পর

ধলাই জেলার ৫ জন, খোয়াই জেলার ৪৭ জন, পশ্চিম জেলার ৭৭ জন, সিপাহীজলা জেলার ১০ জন, গোমতী জেলার ৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ১ এবং দক্ষিণ জেলার ১ জন।

জওয়ানরা

● প্রথম পাতার পর

এই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ কেবলমাত্র অপরাধীকে ধরার জন্য নয় তার অপরাধের প্রমাণ হিসেবেও কাজ করে। আগামী দিনে এই সিসিটিভির ব্যবহার অপরাধের সংখ্যায় হ্রাস টানবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অবিচার করা হবে না। বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ঢালাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সাথে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাই এ-বিষয়ে অযথা রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত, বলেন তিনি।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে গত দুই দিন ধরে ওই যুবক নিখোঁজ ছিল।কেন ওই যুবক আত্মহত্যা করেছে সে সম্পর্কে অবশ্য এখনো পর্যন্ত কোনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজনদের দাবি অনুযায়ী পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যুবকের মৃত্যুর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিন তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে জানা যাবে।

চালককে

● প্রথম পাতার পর

রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে রাতে যানবাহনের ভিতর মোটর শ্রমিকরা যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখনই দুস্কৃতিকারীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে।মোটর শ্রমিকদের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

ক্ষিপ্ত হয়ে ওই যুবক পরিবারের লোকজনদের প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।শেষ পর্যন্ত পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ছুটে এসে অভিযুক্ত যুবককে জালে তুলতে সক্ষম হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলে যুবতীর সঙ্গে ওই যুবক শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলল তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করছিল। সে কারণেই পরিবারের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে এধরনের চরম মনোভাব গ্রহণ করা হয় বলে সূত্রটি জানিয়েছে।শেষ পর্যন্ত এর জল কোথায় পর্যন্ত গড়ায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

দুই প্রাক্তন জেলা সভাপতিকে ব্রাত্য রেখেই শুরু বিজেপির সভা, ক্ষোভ সামাল দিলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১০ আগস্ট (হি. স.) : ২০১৯ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুরে বিজেপি জেলা সভাপতি ছিলেন নির্মল দাম। তাঁর আগে জেলা সভাপতি ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী। সোমবার উত্তর দিনাজপুরে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কমলাবাড়ি ১ নম্বর পঞ্চায়েতে ছিল দলের সাংগঠনিক সভা। আর এই সভাতেই প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতি নির্মল দাম ও শঙ্কর চক্রবর্তীকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। এ নিয়ে তৈরি হয় ক্ষোভ। কোনওক্রমে তা সামাল দেন রাজ্য সভাপতি।

হেমতাবাদের প্রয়াত বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন দিলীপবাবু। দেবেন্দ্রনাথবাবুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপরে বালিয়া মোড়ে যেখানে দেবেন রায়ের মুর্তি বসানো হবে সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তারপরেই শুরু হয় দলের সভা। কয়েকটি কর্মসূচির পাশাপাশি ছিল দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক। আর এই বৈঠককে ঘিরেই তৈরি হল বিতর্ক।

দলের প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতিকে বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ উঠল। একজন আবার রাজ্য সভাপতির কাছে সেই অভিযোগ জানাতে চলেও এসেছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য ডেকে নেওয়া হল প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতিকেই। যদিও সভা তখন প্রায় শেষ। রাজ্য সভাপতি অবশ্য এই ঘটনাকে পুরোপুরি 'ভুল বোঝাবুঝি' বলেই মন্তব্য করেন।

নির্মলবাবুর অনুগামীরা জানান, সাংগঠনিক সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি নির্মলবাবুকে। তাই তিনি সভাস্থলে এলেও সভায় ঢোকেননি। রাজ্য সভাপতিকে বিষয়টি জানানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। তবে বাইরে তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাঁকে নানা প্রশ্ন করলে তিনি কিন্তু তার কোনও কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় প্রাক্তন সভাপতি বাইরে ঘুরছেন, এই ছবি ধরা পড়তেই চরম অস্বস্তিতে পড়ে যায় বিজেপি নেতৃত্ব। সভা শুরু হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বিজেপির দলীয় নেতারা বেরিয়ে এসে নির্মলবাবুকে সভার ভেতরে নিয়ে যান।

সভা শেষ হওয়ায় কিছুক্ষণ আগে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা যায় আরেক প্রাক্তন জেলা সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তীকে। এত দেরিতে তিনি কেন সভায় এলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করবাবু অবশ্য বলেন, "আমি দলের সৈনিক। দল যখন ডেকেছে তখনই আমি এসেছি।" এরপরে স্বভাবতই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমাদের একটাই দল। সে দলে কোনও গোষ্ঠী নেই। প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতির সভায় ডাক না পাওয়ার যে ঘটনা তা পুরোপুরি ভুল বোঝাবুঝি। তা মিটে গেছে।"

নিয়ম রক্ষায় শিবের আরাধনা করলেন ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। শ্রাবণ মাসে শিবের জন্ম মাস। শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবারে শিব ভক্তরা শিবের পুজো করে থাকেন। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার এ ব্যাপক ভক্ত সমাগম এর মধ্য দিয়ে শিবের ব্রত পালন করে থাকেন শিব ভক্তরা। প্রতি বছরই এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। রাজধানী সেন্ট্রাল রোড শিববাড়িতে উপলক্ষে প্রতিবছর মেলা বসে। শিব ভক্তরা খয়েরপুর হাওড়া নদী থেকে অবগাহন করে শিবের মাথায় জল ঢেলে থাকেন। এই রীতি নীতি দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু এবছর শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার শিব ভক্তরা তেমন কোন জাঁকজমকপূর্ণভাবে শিবের উপাসনা করেননি। সেন্ট্রাল রোড শিব বাড়িতে এবছর শিবের ব্রত উপলক্ষে তেমন কোনো জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। নিয়ম রক্ষার তাগিদে এবছর শিববাড়িতে ছোট আকারে শিবের পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য শিব মন্দিরে ভক্তদের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার ও ভক্তরা জল অবগাহন করে শিবের মাথায় জল ঢালার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সেন্ট্রাল রোড শিববারির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন করোনা সংক্রমণজনিত কারণে সরকার সবকটি মন্দির বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সে কারণেই এবছর করোনা পরিস্থিতিতে মন্দিরে ভক্ত সমাগম করা হচ্ছে না। এবছর সে বাড়িতে কোনো মেলার আয়োজন করা হয়নি। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও ভক্তদের তেমন কোনো সমাগম হয়নি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। শিব ভক্তরা এবছর ঘরোয়াভাবেই শিবের আরাধনা করেছেন।

মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর

মোড় নিল মণিপুরের রাজনীতি। রাজ্যে গভীর সংকটে পড়েছে কংগ্রেস। সোমবার দলের ছয় বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। অধ্যক্ষ তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণও করেছেন।

প্রসঙ্গত, আজ মণিপুর বিধানসভায় আস্থা ভোট ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং আস্থা ভোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এদিন আস্থা ভোটে কংগ্রেসের ৮ জন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে, শাসক জোটের অনায়াসেই আস্থা ভোটে জয়ী হয়েছেন।

এদিন বিধানসভা অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর কংগ্রেসের ৬ বিধায়ক অধ্যক্ষের সাথে দেখা করেন এবং পদত্যাগপত্র গ্রহণের আর্জি জানান। এ-বিষয়ে মণিপুর বিধানসভার অধ্যক্ষ ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং বলেন, আজ দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কংগ্রেসের ছয় বিধায়ক তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু, বিধানসভা অধিবেশনে আস্থা ভোটের জন্য তাঁদের পদত্যাগপত্র দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁরা আমার সাথে দেখা করেন এবং তাঁদের সম্মতির ভিত্তিতে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, মণিপুরে এখন কংগ্রেস ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে পড়েছে।

তবে, আজ মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং আস্থা ভোটে জয়ী হলেও মণিপুরে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সহজে মিটবে বলে মনে করছে না পর্যবেক্ষক মহল।

পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর

আরও প্রায় ৫০ দিনের জন্য এই পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর ফলে কলকাতা ও শহরতলীর যাত্রীরা যে সমস্যায় ছিলেন, সেই সমস্যায় রইলেন। ফলে কবে থেকে এই ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে বা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

এদিন যে নির্দেশিকা রেলের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে, তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে বর্তমানে করোনা নিয়ে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে এখনও লোকাল ট্রেন, মেট্রো রেল বা দূরপাল্লা ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। তবে রাজ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনে এই ট্রেনগুলি চলতে পারে, তবে তার জন্য রেলমন্ত্রককে রাজ্যের সুপারিশ ও মন্ত্রকের সবুজ সঙ্কেত প্রয়োজন। এই অত্যবশ্যকীয় ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রেই এই ট্রেন চালানো সম্ভব নয়।

কিন্তু বিশেষ দূরপাল্লার ট্রেন, মালগাড়ি, অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্তদের অফিসে যাওয়ার জন্য যে ট্রেন তা সবই চালু থাকবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য কোনও ট্রেন বা মেট্রো চালু হবে না।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, চলতি বছর পুজোর আগে ট্রেন পরিষেবা চালু হলে হয়। কারণ, যেভাবে দেশে করোনার থাবা বাড়ছে। তা আটকাতে এখনও ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে না। পাশাপাশি, কোনও রাজ্যও নিজে থেকে এই পরিষেবা চালু করতে চাইবে না। সেই কারণেই কথা অনেকটা এগিয়ে গিয়েও মেট্রো চালু করতে পারেনি রাজ্য সরকার। ফলে একদিক থেকে বলাই যায় রেল মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের ফলে আরও সমস্যায় পড়লেন এই রাজ্যের শহরতলীর বাসিন্দারা। কবে ফের মেট্রো ও লোকাল ট্রেন চালু হবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। যদিও তার উত্তর জানা নেই কারও।

আনাগোনা

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের কার্যকলাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সন্ত্রাসবাদীরা নির্মূল হয়ে যায়নি।তারা তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পুনরায় গর্জে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে।গত কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদীরা বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে দেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার ডাক দিয়ে আসে।এবছর সন্ত্রাসবাদীরা একই ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা নতুন নতুন সদস্য সংগ্রহ করে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করার চক্রান্ত শুরু করেছে।

মুখার্জী

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে গোটা দেশ। এ দিনই টুইটারে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন প্রণববাবু। অস্ত্রোপচারের আগে তাঁর সংক্রমণ ধরা পড়ে। এর পরই গত এক সপ্তাহে তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলকে অবিলম্বে কোভিড-১৯ পরীক্ষার পরামর্শও দিয়েছেন প্রণব। সূত্রের খবর, দিল্লির একটি হাসপাতালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সোয়াব টেস্ট হয়েছিল। এ দিন সকালে তিনি নিজেই টুইটারে লেখেন, "অন্য একটি কারণে হাসপাতালে যাওয়ার পরে আমার কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছিল। আজ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এই পরিস্থিতিতে অনুরোধ করছি, গত এক সপ্তাহে আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যেন নিভৃতবাসে যান এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষা করান।"

প্রত্যাঘাত ভারতের

আটের পাতার পর

দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে গুলির লড়াই। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সোমবার সকাল ১০.১৫ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার সেলও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীউ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ

উল্লেখ্য, এর আগে রবিবার কৃষ্ণা ঘাঁটি, মানকোটে, কিরনি ও শাহপুর সেক্টরেও হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। পাক সেনার উপর্যুপরি হামলায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বসবাসকারী মানুষজন।

৫৭,৫৮৬ জন

আটের পাতার পর

সংক্রমিত হয়েছেন ১,২৫৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫৭,৫৮৬ জন। সোমবার সকাল পর্যন্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২২,৫২৮।

‘শোয়েব আখতার দ্বিতীয় সারির অভিনেতা’

২০০২ সালে শারজাতে শোয়েব আখতারকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন ম্যাথু হেইডেন।

ক্রিকেট মাঠে শোয়েব আখতার ও ম্যাথু হেইডেনের দ্বৈরথ ছিল দেখার মতো। পাকিস্তানের শোয়েবের গতির ঝড়ের জবাবটা ব্যাট হাতে ভালোই দিতেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার হেইডেন। ব্যাট-বল ছাপিয়ে তাঁদের লড়াইটা মুখেও চলত। শারজায় অনুষ্ঠিত এক টেস্টে শোয়েবকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার এক গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন হেইডেন।২০০২ সালে শারজায় টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সামনে একেবারেই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তান। ইনিংস ও ১৯৮ রানে হেরেছিল তারা। দুই ইনিংসে পাকিস্তান রান করেছিল ৫৯ ও ৫৩। সেঞ্চুরি করে সেই টেস্টে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হেইডেন। সে ম্যাচে হেইডেনের মনযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁকে নানাভাবে স্লেজিং করেছিলেন শোয়েব।

১৮ বছর আগের সেই ম্যাচে শোয়েবের সঙ্গে মাঠে কী হয়েছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন হেইডেন, ‘আমি আখতারকে শুরু থেকেই “বি” গ্রেডের অভিনেতা বলে ডেকেছিলাম। শারজায় দুপুরে ৫৮ ডিগ্রিরও বেশি তাপমাত্রায় খেলা হচ্ছিল। হাঁটার সময় আখতার আমাকে খুব খারাপ ভাষায় বলেছিল “আজ আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি।” আমিও তির্যক ভাষায় বলেছিলাম, “আমি সেই চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় আছি। এর জন্য তুমি তিন ওভার বা ১৮টি বল পেতে যাচ্ছ।”সেদিন আখতারের মুখের ওপর জবাব দিয়েই থামেননি হেইডেন, দায়িত্বে থাকা ভারতের আম্পায়ার ভেঙ্কটরাঘবনের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে শোয়েবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার। সে বিষয়ে হেইডেন বলেন, ‘শোয়েব খুব বাজে ব্যবহার করছিল। কিন্তু সেটা আম্পায়ার ভেঙ্কটকে কীভাবে বলব, সেটা ভাবছিলাম। অনুভব করছিলাম, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই।’শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেইডেন, ‘আমি শোয়েবের বোলিং মার্কে গিয়ে বলেছিলাম, ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত বল গুনছি। একবার তো শোয়েব দৌড়ে এসে যখন বল করবে, আমি সরে যাই। সে আমার দিকে দৌড়ে এসে বলে, “সমস্যা কী? ” আমি বলেছিলাম, “আমার সমস্যা আছে। ” আমি আম্পায়ার ভেঙ্কটকে গিয়ে বললাম, “খেলার নিয়ম অনুযায়ী কেউ শিষ্টাচার পরিপন্থী হয়ে দৌড়ে এসে আমাকে গালি দিতে পারে না।”সেই ম্যাচে ২৫৫ বলে ১১৯ রান করেছিলেন হেইডেন। তাঁর উইকেটটি নিতে পারেননি শোয়েব। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৯২.১ ওভারের মধ্যে শোয়েব বল করেছিলেন ১৪ ওভার। ৪২ রান দিয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।

খেলা শুরুর অনুমতি মিলেছে ফেডারেশনগুলোর

অবশেষে জেগে উঠতে শুরু করেছে ক্রীড়াঙ্গন। করোনায় স্থগিত হওয়া খেলাধুলা ও অনুশীলন শুরুর জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে গত মাসে অনুমতি চেয়েছিল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। অবশেষে খেলোয়াড়দের মাঠে ফেরার অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আজ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই পরামর্শের চিঠি হাতে পেয়েছে। খেলোয়াড়দের অনুশীলনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সবগুলো ফেডারেশনে দ্রুত চিঠি পাঠাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনএসসি সচিব মাসুদ করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিভিন্ন ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশন আমাদের জানিয়েছে যে তারা খেলা শুরুর জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত। এ বিষয়টি আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম। মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের জন্য বিষয়টা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেই অনুমতি আমরা পেয়ে গেছি। খুব দ্রুত আমরা এ—সংক্রান্ত নির্দেশনার কথা সব ফেডারেশনকে জানিয়ে দেব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া কোভিড-১৯—এর সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতে পারবে।’স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক পৃষ্ঠার স্বাস্থ্যবিধিতে ১২টি নির্দেশনা রয়েছে খেলোয়াড় ও ফেডারেশনগুলোর জন্য। খেলা ও অনুশীলন শুরুর আগে মহামারি প্রতিরোধক সরঞ্জাম মাস্ক, গ্লাভস, জীবাণুনাশক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। মাঠে ঢোকার আগে খেলোয়াড়, কোচসহ সবার তাপমাত্রা পরীক্ষা করাতে হবে। অনুশীলন ক্যাম্পে থাকার সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার গ্রহণ করতে হবে। একজনের ব্যবহারের জিনিস আরেকজন ব্যবহার করতে পারবেন না।

অবশ্য এরই মধ্যে বিসিবির অনুমতি নিয়ে ক্রিকেটাররা নিজ উদ্যোগে অনুশীলন শুরু করেছেন। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাই উপলক্ষে জাতীয় দলের ফুটবলারদের ক্যাম্পও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বিমানবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে হকি খেলোয়াড়দের ক্যাম্প। আর্চারি ৬ আগস্ট ক্যাম্প শুরু করতে চাইলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অপেক্ষায় ছিল এত দিন। অনুমতি মেলার পর ১৪ আগস্ট গাজীপুর শহীদ আহসানউল্লাহ স্টেডিয়ামে সব আর্চারকে রিপোর্ট করতে হবে। আর ১৭ আগস্ট হবে সবার করোনা পরীক্ষা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ পেয়ে খুশি আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন, ‘অবশেষে আমরা অনুমতি পেয়েছি অনুশীলনের। খেলোয়াড়েরা সবাই খুব খুশি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা অনুশীলন শুরু করতে চাই।’

CORRIGENDUM
(AGAINST PNIeT No. 07/PNIeT/EE/ DWS/BLN/2020-21)
Due to un-avoidable circumstances the following modification has been made against tender 'laving Tender Id: 2020 CEDWS 11339 1 published in the website www.tripuratenders.goV.in on 1407.2020 against PNIeT No. 07/PNIeT/EE/ DWSIBLNI2020-21 circulated vide this office Memo. No. F.7(10)/EE/DWS/BLN/1811-55, Dt.: 13.07.2020. ¦ Deadline for online bidding is extended upto 3.00 P.M. on 13th August, 2020. ¦ Last date & time of opening of online bid is extended upto 3.30 P.M on 13m August, 2020 (if possible). All other terms and conditions of the said PNIT will remain un-changed.
FOR & ON BEHALF OF THE G VERNOR OF TI7,URA.
ICA/C-1303/2020-21
(Er. T. Chakma)
Executive Engineer DWS Division
Belonia Belonia, South Tripura

MEMORAMDUM

Whereas, after detailed field enquiries, it appears that the under-mentioned 37 names/beneficiaries who have been in the permanent beneficiary wait list under Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin) (PMAY-G) for the year 2019-20 under Mandwi RD Block are found to be either shifted / untraced / mismatched etc in the area and now those names are to be deleted from the list as per uidelines as follows :-

List of beneficiaries for Deletion from Permanent Wait List (PWL) under Mandwi RD Block

Sl.No	Name of VC	PMAY-G ID	Name of beneficiary	Reason for deletion
1	Ashighar	1101455	Kiran Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
2	Ashighar	1035703	Rajkumar Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
3	Harbang	1073751	Amrit Debbarma	No any documents
4	Harbang	1046378	Bijoy Debbarma	Beneficiary is permanently shifted to Duski, Khowai District
5	Kairai	1105564	Joy chandra Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
6	Kairai	1094900	Budhu Debbarma	The said beneficiary shifted to Jampuijala
7	Kairai	1119443	Bidu Debbarma	The said beneficiary is permanently shifted to Khumulwng
8	Kairai	1104441	Sushil Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
9	Kairai	1038973	Anil Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
10	Kairai	1073735	Suraj Debbarma	Out of State
11	Kathirambari	1054116	Bijoylaxmi Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
12	Khengrai	1063927	Mangal debbarma	No beneficiary found in this area by this name
13	Khengrai	1088472	Mangal Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
14	Laxmipur	1001770	Budhurai debbarma	No beneficiary found in this area by this name
15	Laxmipur	1016288	Ahit Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
16	Laxmipur	1012852	Subal Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
17	Laxmipur	1044277	Rabi Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
18	Laxmipur	1083215	Manik miah	The beneficiary shifted to Old Agartala Megali para
19	Mandwinagar	1053344	Sukudeb Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
20	Patni	1018764	Subhalaxmi Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
21	Patni	1000832	Surjyamani Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
22	Patni	1016074	Sampari Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
23	Patni	1016145	Rabi Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
24	Patni	1016218	Ajoy Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
25	Patni	1016310	Narayan Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
26	Patni	1016330	Sukurani Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
27	Patni	1016346	Sambhu Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
28	Patni	1016331	Santosh Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
29	Patni	1043252	Dulup Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
30	Patni	1043316	Malin Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
31	Patni	1043319	Sachindra Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
32	Patni	1043325	Rajendra Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
33	Patni	1017348	Chandani Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
34	Patni	1022039	Dhanalaxmi Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
35	Patni	1016337	Bishulaxmi Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
36	Purba Noabadi	1055829	Bishu Debbarma	No beneficiary found in this area by this name
37	Rabia Sardar	1093480	Ratan Debbarma	No beneficiary found in this area by this name

Now, this is for general information of all concerned that, if there is any claim / objection in this respect from any beneficiary of any kind, he/she may approach to the undersigned within 12'h August, 2020 with supporting documents, if any, otherwise the undersigned will take exparte decisions as per rules.
ICA/C-1296/2020-21

Block Development Officer
Mandwi R.D. Block,West Tripura

অ্যাটলেটিকোয় করোনার হানা, তবে পেছাচ্ছে না ম্যাচ

ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথাইউরোপের ফুটবল আকাশে চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে আবার সংশয়ের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। কারণ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে করোনার হানা। গত শনিবার দলটির দুজন খেলোয়াড় আনহেল কোরেয়া ও সিমে ভরসালিয়োকোর করোনা ধরা পড়েছে। তবে এ দুজনের করোনা ধরা পড়ার কারণে পেছাচ্ছে না কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও রেড বুল লাইপজিগের ম্যাচটি। আগের সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি আগামী বৃহস্পতিবারই হবে বলে আজ জানিয়েছে ইউরোপের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা।আজ দলের বাকি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসাই এর কারণ। ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথা। অ্যাটলেটিকো-লাইপজিগ ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হওয়া নিয়ে উয়েফার এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হবে। এ ছাড়া এই মুহূর্তে আমরা আর কিছু বলতে পারব না।’চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে এরই মধ্যে বাদ পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, জুভেন্টাসের মতো দল। কোয়ার্টার ফাইনালে বাদ পড়বে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যে যেকোনো এক পরাশক্তি। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো হয়তো নিজেদের ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। এর মধ্যেই দুজন খেলোয়াড়ের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসায় আশার সে বেলুনটা একটু চুপসেই যাওয়ার কথা অ্যাটলেটিকোর। দুজনের করোনাভাইরাস থাকলে অন্যদেরও সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা করছিল অনেকেই। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন অ্যাটলেটিকোর কোচ ডিয়েগো সিমিওনে।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পর্তুগালের লিসবনে পাড়ি জমাবে অ্যাটলেটিকো। লিসবনগামী ৯৩ সদস্যের সে দলটার করোনা পরীক্ষা করা হয় যাত্রার আগে। সে পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে করোনার অস্তিত্ব। এখন ওই দুই খেলোয়াড়কে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তবে প্রক্রিয়ার শেষ এখানেই নয়। লিসবনে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের আবার পিসিআর পরীক্ষা করা হবে। করোনা আক্রান্ত দুজনের সান্নিধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ছিলেন তাঁদের বের করা হবে। যে কারণে অনুশীলন সূচি, পর্তুগালের রাজধানীতে থাকার জায়গা, ও যাত্রার সকল কার্যক্রমে পরিবর্তন এসেছে।অ্যাটলেটিকো এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘নতুন পরিকল্পনা খুব শিগগিরই উয়েফাকে জানানো হবে, জানানো হবে বাকি সবাইকেও।’

‘ম্যারাডোনা আমার বন্ধু, তবে সেরা পেলে’

করোনাভাইরাসের আগ্রাসন না থাকলে হয়তো ভিডিও সভায় নয়, সরাসরিই দেখা হতো তাঁর সঙ্গে। এর আগে লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সৌজন্যে বাংলাদেশের লিভারপুল ভক্তরা সুযোগ পেয়েছেন ক্লাবের দুই কিংবদন্তি জন বার্নস ও রবি ফাওলারকে দেখার। কিন্তু করোনার কারণে এবার তো তা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের দুটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে তাই ইয়ান রাশের ভিডিও সাক্ষাতের সুযোগ করে দিল লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।সদা হাস্য লিভারপুল কিংবদন্তি সাক্ষাৎকারজুড়েই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। কখনো কৌতুকে হাসতে বাধ্য করছেন, তো কখনো নিজে হাসছেন স্মিত হাসি। তা ইয়ান রাশ যখন সামনে, প্রশ্ন তো বাঁধ মানে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্ন করার তাড়া, কিন্তু কত প্রশ্নই তো করার আছে! জানার আছে কত কিছু! তাঁর নিজের গল্প, লিভারপুলের অতীত-বর্তমান, ৩০ বছরের অপেক্ষার শেষ টেনে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুলের এবার ইংলিশ লিগ জয়ের অনুভূতিকথা কী আর শেষ হতে চায়!পুরোটা সময়জুড়ে রাশ যেন ছিলেন লিভারপুলের জার্সি গায়ে দিনগুলোতে প্রতিপক্ষ গোলপোস্টের সামনের ‘রাশে’র মতোই স্বচ্ছন্দ, প্রাণোচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত। তা লিভারপুল নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছেই, তাঁর প্রাণের ক্লাবটার বাইরের কিছু প্রসঙ্গও চলে এসেছে আলোচনায়। মেসি না রোনালদো, পেলে না ম্যারাডোনা যেমন। এমন একজন কিংবদন্তিকে পেয়ে চিরন্তন এই বিতর্কগুলোতে তাঁর বিশ্লেষণ, পছন্দ-অপছন্দ না জানলে চলে!প্রশ্ন হয়েছিল পেলে-ম্যারাডোনা বিতর্ক নিয়ে। রাশ লিভারপুলে দুই মেয়াদের মাঝে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমটা খেলেছেন ইতালির ক্লাব জুভেন্টাসে। মাত্রই আর্জেন্টিনাকে ছিয়াশি বিশ্বকাপ জেতানো ডিয়েগো ম্যারাডোনা তখন নাপোলিতে আলো ছড়াচ্ছেন। তা ম্যারাডোনা তো তাঁর সময়েরই খেলোয়াড়, একসঙ্গে মাঠে অনেক স্মৃতি আছে, সামনে থেকেই খেলতে দেখেছেন। আর পেলেকে রাশ দেখেছেন শৈশবে। দুজনের মধ্যে কাকে এগিয়ে রাখবেন তিনি?প্রশ্নটা শুনে ভিডিওর ও প্রান্তে দেখা মেলে ৫৮ বছর বয়সী ওয়েলশ কিংবদন্তির হাসির। বললেন, ‘এ দুজনের মধ্যে একজনের নাম নেওয়া মেসি-রোনালদোর মধ্যে কে সেরা, সে প্রশ্নের মতো হয়ে যায় অনেকটা। পেলে আমার সব সময়ের নায়ক। ম্যারাডোনা আমার অনেক ভালো বন্ধু, ইতালিতে একে অন্যের বিপক্ষে খেলেছি। ওর সঙ্গে এখনো আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তবে দুজনের মধ্যে আমি পেলেকেই বেছে নেব।’পেলে কেন, সে ব্যাখ্যায় বিশ্বকাপটাই রাশের কাছে প্রাধান্য পায়, ‘তিনি মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিশ্বকাপ খেলেছেন, জিতেছেন। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন চারটি (আসলে তিনটি)। কী দুর্দান্ত ছিলেন! ম্যারাডোনাও বল পায়ে যেকোনো কিছুই করতে পারত। একই কথা বলা যায় মেসি-রোনালদোর ক্ষেত্রেও। পেলে-ম্যারাডোনা, মেসি-রোনালদো এরা প্রত্যেকেই বাকিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে, অন্য উচ্চতায়। পেলে তাঁর সময়ে, ম্যারাডোনা ওর সময়ে, এখন মেসি-রোনালদো। তবে তিনি চারটা (তিনটি) বিশ্বকাপ জিতেছেন বলেই আমি পেলেকে ওপরে রাখব।’পেলে-ম্যারাডোনা প্রসঙ্গ যখন এসেছেই, মেসি-রোনালদো আর বাদ থাকে কেন! সে যুগে পেলে-ম্যারাডোনার মতোই গত দশ-পনেরো বছর ধরে তো এই তর্কটাই ঘিরে রেখেছে ফুটবলকে। এখানে রাশের পছন্দটা পরিষ্কারক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। লিওনেল মেসির চেয়ে রোনালদোর ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ জেতার অভিজ্ঞতাই বেশি নজর কাড়ছে লিভারপুলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার। হেসে বললেন, ‘জানতাম এই প্রশ্নটা আসবে। আমি রোনালদোকে বেছে নেব। শুধু এই কারণে যে ও তিনটি ভিন্ন দেশে খেলেছে। ইংল্যান্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদে এখন ইতালিতে জুভেন্টাসে। তিনটি আলাদা আলাদা দেশে ও লিগও জিতেছে।’মেসির খেলাও ভালো লাগে তাঁর, তবে রোনালদো ওই একটা জায়গাতেই এগিয়ে রাশের চোখে, ‘মেসি বার্সেলোনা ছাড়া অন্য কোনো ক্লাবে, ধরুন ম্যানচেস্টার সিটিতে গিয়ে কী করে আমার দেখার খুব ইচ্ছা। মেসি যেভাবে খেলে, সেটা অসাধারণ। বার্সেলোনার খেলার ধরন ওর সঙ্গে যায়। ও যদি কখনো বার্সা ছাড়ে, তাহলে বেশ সমস্যায় পড়বে ক্লাবটা। মেসি খেলোয়াড় হিসেবে এতটাই ভালো। তবু, আমি রোনালদোকেই এগিয়ে রাখব, কেননা ও তিন দেশে জিতে দেখিয়েছে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

২৪ ঘন্টায় ভারতে ৪.৭৭ লক্ষের বেশি করোনা-নমুনা পরীক্ষা : আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): দেশে এবার অনেকটাই কমল কোভিড-১৯ স্যাম্পেল পরীক্ষা। ৮ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৭.১৯ লক্ষেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৪,৭৭,০২৩টি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (রবিবার সারা দিনে) ৪,৭৭,০২৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে একের পর রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। মারণ এই ভাইরাসকে সামাল দিতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৯ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৪৫,৮৩,৫৫৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৯ আগস্ট ৪,৭৭,০২৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে শনিবার সারা দিনে ভারতে ৭,১৯,৩৬৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল।

নয়ডায় পেন তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুন, দগ্ধ হয়ে মৃত্যু নিরাপত্তা রক্ষীর

নয়ডা, ১০ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের নয়ডায় পেন তৈরির ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ওই ফ্যাক্টরির একজন নিরাপত্তা রক্ষী। সোমবার ভোররাতে ফেস ৩ পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত সেক্টর ৬৩-তে অবস্থিত একটি পেন তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে।ভোররাতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ততক্ষনে যা অঘটন হওয়ার হয়ে গিয়েছে, আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান ওই ফ্যাক্টরির একজন নিরাপত্তা রক্ষী। পরে দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। মৃত নিরাপত্তা রক্ষীর নাম-সন্দীপ কুমার (২৭)। তাঁর বাড়ি বাহরাইচ জেলায়। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাঁচানো সম্ভব হল না! মারা গেলেন সন্ত্রাসী-হামলায় জখম কাশ্মীরের বিজেপি নেতা

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট (হি.স.): চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না সন্ত্রাসী হামলায় জখম জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলার বিজেপি নেতা আব্দুল হামিদ নজরকে। সোমবার সকালে এসএমএইচএস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৩৮ বছর বয়সী ওই বিজেপি নেতা। রবিবার মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলার ওমপোরা রেল স্টেশনের অদূরে প্রাতঃভ্রমণের সময় আব্দুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা, তাঁর তলপেটে ও পায়ে গুলি লাগে।

রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে এসএমএইচএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, সোমবার সকাল পাঁচটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছন তিনি। আব্দুলের বাড়ি ওমপোরার মেহেন্দিপোরা এলাকায়। মাত্র ছ"মাস আগেই বদগাম জেলা ওবিসি মোর্চার বিজেপি সভাপতি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে দিব্যাঙ্গজনদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের জন্য বিনামূল্যে জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। সম্পতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের দিব্যাঙ্গজনদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পুনর্বাসন এবং ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য কম্পোজিট রিজিওন্যাল সেন্টার গড়ে তুলতে মোহনপুর মহকুমার লক্ষীলুঙ্গায় ৮ একর জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে সম্পতি মন্ত্রিসভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস উইথ ডিজেবিলিটিস বিভিন্ন রাজ্যে দিব্যাঙ্গদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করতে রিজিওন্যাল সেন্টার স্থাপন করেছে। তিনি জানান, জায়গার মূল্য ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা হলেও রাজ্য সরকার লক্ষীলুঙ্গায় এই রিজিওন্যাল সেন্টারটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে এই জায়গা দেবে। তিনি আরও জানান, এই রিজিওন্যাল সেন্টারটির প্রধান কার্যালয় কলকাতায় রয়েছে। বর্তমানে ২০১১ সেন্সাস অনুযায়ী রাজ্যে ৬৪, ৩৪৬ জন দিব্যাঙ্গজন রয়েছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী কোভিড-১৯ জনিত সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১, ৫০৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাজ্যে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে ১৮৫ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৩,৬৬২ জন। রাজ্যে এ পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪ হাজার ১০২ জনের। নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২,০৩,০৫৬ জনের। এদের মধ্যে পজিটিভ ৬,২২৬ জন। সংক্রমণের হার ৩.০৬ শতাংশ। এই পজিটিভদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪,৬৫৬ জন সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। সুস্থতার হার ৭৫ শতাংশ। আজ ২১৩ জন বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার জন্য বর্তমানে ২৮,৯৩৯টি অ্যান্টিজেন কিট রয়েছে। আরও ৫০ হাজার অ্যান্টিজেন কিট রাজ্যে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর টি পি সি আর পদ্ধতিতেও আরও ৫ সহাধিক পরীক্ষা করার সামগ্রী রয়েছে এই মুহর্তে। তিনি বলেন, রাজ্যের একটি দৈনিক পত্রিকায় কিটসের অভাবে পরীক্ষা কমাচ্ছে সরকার বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা অসত্য। তিনি জানান, কোভিড-১৯ এই অতিমারির আক্রমণকে সর্বাধিক প্রচেষ্টার সাথে মোকাবিলা করছে সরকার। গত ১ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত অ্যান্টিজেন ও আর টি পি সি আর মিলে মোট ৩১,২২৭ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছে। চিকিৎসকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আক্রান্তদের সুস্থ করে তোলার জন্য। সুস্থতার হারেও ত্রিপুরা ভালো অবস্থানে রয়েছে। এই হারে সারা দেশে ত্রিপুরার স্থান চতুর্থ। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

ত্রিপুরায় প্রায় পাঁচ মাস পর খুলল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অনুশীলনে যোগ দিলেন সোনার মেয়ে দীপা

আগরতলা, ১০ আগস্ট (হি.স.) : সরকারি নির্দেশ মেনে সোমবার থেকে তিনটি ইভেন্টে ফের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। রাজধানীর এন এস আর সি সি"তে সকালে জিমন্যাস্টিক্স, টেবিল টেনিস ও যোগাসন প্রশিক্ষণ হয়। সরকারের স্বাস্থ্য বিধি মেনে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ সব ধরণের ব্যবস্থা করে। খেলোয়াড়দের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করা, সেনিটাইজার সহ হাত ধোয়ার সব ধরনের সুরক্ষা সামগ্রিক রাখা হয়েছে। প্রথম দিনে জিমন্যাস্টিক্সে ৪ জন এবং টেবিল টেনিস ও যোগাসনে ১০ জন করে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার মাসের বেশি সময় পরে এন এস আর সি সি"তে প্রশিক্ষন ফের শুরু হওয়ায় কোচ ও খেলোয়াড়েরা দারুণ খুশি।

প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর খুলল নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টার (এনএসআরসিসি)। ভগবানের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে অনুশীলন শুরু করলেন ত্রিপুরার গর্ব সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার। দীর্ঘদিন ঘরেই কাটিয়েছেন তিনি। তাই আজ অনুশীলন শুরু করে ভীষণ আনন্দিত, জানিয়েছেন দীপা। তাঁর কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দিও আজ ভীষণ খুশি। কারণ, করোনা-র প্রকোপে ক্রীড়া জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আজ আবারও জিমন্যাস্টিকের ফ্লোরে ফিরে এসে নিজের মধ্যে অন্য অনুভূতি অনুভব করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। গত ১৭ মার্চ করোনা-র প্রকোপে এনএসআরসিসি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। গতকাল স্যানিটাইজ করার পর আজ সোমবার থেকে ক্রীড়াবিদদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এই ইন্ডোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ছাড় দেওয়ায় ক্রীড়া পর্ষদ এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে বিলম্ব করেনি। আজ দীপা জিমনাস্টিকের ফ্লোরে এসে বলেন, দীর্ঘদিন অনুশালীন-ছাড়া ছিলাম। এখন পুরোদমে তৈরি হতে হবে। শরীরের ফিটনেস ঠিক রাখার পাশাপাশি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে।

৬ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৭৯৫ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৫৩,০৯৫

জয়পুর, ১০ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৯৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। নতুন করে ৫৯৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৩,০৯৫। সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৫৯৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১১৯ জন।

আক্রান্ত ৫৯৮ জনের মধ্যে আজমের-এ আক্রান্ত ২১ জন, আলাওয়ারে ১০১ জন, বন্সওয়ারায় ৯ জন, বারমের-এ ৪০ জন, বিকানের-এ ৭৯ জন, চুরুতে দু"জন, দৌসায় ৩ জন, দুঙ্গারপুরে ১৬ জন, জয়পুরে ৫৮ জন, ঝুনঝুনুতে ১৯ জন, কোটায় ১০০ জন, নাগাউরে ১৮ জন, প্রতাপগড়ে ১৪ জন, সিকারে ১১১ জন, টোঙ্কতে ৬ জন এবং উদয়পুরে একজন মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩, ০৯৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৮,৩৫৪ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৩, ৯৪৬ এবং নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৭৯৫ জনের।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,০০৭ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ১৫ লক্ষের বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি.স.): ভারতের ১০টি রাজ্যের করোনা-পরিস্থিতি প্রতিদিনই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে! তবে, ভারতে সুস্থতার হারও স্বস্তি দিয়ে বাড়ছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসের কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন ১৫ লক্ষেরও বেশি রোগী। তবে, বাড়তে বাড়তে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২২,১৫,০৭৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২,০৬৪ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৪,৩৮৬ জন এবং সংক্রমিত ২২,১৫,০৭৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,৩৫,৭৪৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৪৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৪৪,৩৮৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ২,০৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ১৪৫ জন, বিহারে ৩৮৭ জনের, চন্ডীগড়ে ২৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৯৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,১১১ জনের, গোয়া ৭৫ জন, গুজরাটে ২,৬৫২ জনের, হরিয়ানায় ৪৮৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৭২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৭৭ জনের, কর্ণাটকে ৩,১৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১০৮ জন, লাদাখে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯৯৬ জন, মহারাষ্ট্রে ১৭,৭৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১১ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওডিশায় ২৭২ জনের, পুদুচেরিতে ৮৭ জন, পঞ্জাবে ৫৮৬ জন, রাজস্থানে ৭৮৯ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৪,৯২৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৩৭ জন, ত্রিপুরায় ৪২ জন, উত্তরাখণ্ডে ১২৫ জন, উত্তর প্রদেশে ২,০৬৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,০৫৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ২.০০ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৬৯.৩৩ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৮.৬৬ শতাংশ মানুষ। ভারতের ১০টি রাজ্যের করোনা-পরিস্থিতি প্রতিদিনই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে!

পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, বিহার, গুজরাত ও পঞ্জাব-এই ১০টি রাজ্যে প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা।

করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে একের পর রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। মারণ এই ভাইরাসকে সামাল দিতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৯ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৪৫,৮৩,৫৫৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৯ আগস্ট ৪,৭৭,০২৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে শনিবার সারা দিনে ভারতে ৭,১৯,৩৬৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল।

২ বেড়ে পুদুচেরিতে মৃত্যু ৮৯ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ৫,৬২৪

পুদুচেরি, ১০ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও দু"জনের। এছাড়াও রাজ্যের নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪৫ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৯ এবং ৫,৬২৪।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে দু"জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ২৪৫ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,১৮০ এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৫৫ জন।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৬৩৭, সুস্থ হয়েছেন ৫৭,৫৮৬ জন

হায়দরাবাদ, ১০ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,২৫৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৫৮৭ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-৮০,৭৫১ এবং ৬৩৭।

সোমবার সকালে জন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে

ছয়ের পাতায় দেখুন

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ভুয়ো বিজ্ঞাপন সতর্ক করল রেল বিভাগ

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট (হি. স.)।। রেলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ভুয়ো সংস্থাগুলির থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ চাকরিপ্রার্থীদের দিল ভারতীয় রেলওয়ে। রেলের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ-প্রক্রিয়া করে না রেল। পাশাপাশি একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে রেলের চাকরি দেওয়ার নাম করে একটি ভুয়ো বেসরকারি সংস্থা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে চাকরিপ্রার্থীদের সতর্ক করেছে ভারতীয় রেলওয়ে। ইতিমধ্যেই ওই বিজ্ঞাপনের কাটিং সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি ৮ আগস্ট অভেস্টার্ন ইনফোটেক নামে একটি সংস্থা রেলের আটটি বিভাগে ৫২৮৫ শূন্য পদের জন্য নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকে নজরে এই বিজ্ঞাপনটি আসা মাত্রই এটিকে ভুয়ো এবং জাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।পাশাপাশি এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় রেল কোন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করে না। তাই এই জাল বিজ্ঞাপন থেকে চাকরিপ্রার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে।

জানা গিয়েছে, ওই ভুয়ো সংস্থা চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে ৭৫০ টাকা করে চেয়েছে।অন্যদিকে রেলের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর আর বি এবং আর আর সি পরীক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র রেলওয়ে তে নিয়োগ করা হয়।

লেফুঙ্গায় উদ্বোধন হল সেন্ট্রাল সংস্কৃতি ইউনিভার্সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। লেফুঙ্গার শিপাইপারা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের হাত ধরে উদ্বোধন হলো সেন্ট্রাল সংস্কৃতি ইউনিভার্সিটি। একইসঙ্গে গার্লস এবং ভয়েস হোস্টেল ও গেস্ট হাউজেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী। সেন্ট্রাল সংস্কৃতি ইউনিভার্সিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলেও উপলক্ষে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে এই অনুষ্ঠান সংগঠিত করা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন সেন্ট্রাল সংস্কৃতি ইউনিভার্সিটি গড়ে ওঠার ফলে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যে সংস্কৃতি শিক্ষা আরো বেশি সুযোগ পাবে। এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

নিয়ন্ত্রণরেখায় বর্ডার পোস্টে গুলিবর্ষণ পাক সেনার, পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১০ আগস্ট (হি.স.): ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বালাকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ সোমবার সকাল ১০.১৫ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণঊ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নিয়ম রক্ষায় জন্মাষ্টমী হবে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ আগস্ট।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এবছর আগরতলা কৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব হচ্ছে না। কৃষ্ণ মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্দির পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে এবছর কোনভাবেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা সম্ভব নয়। ভক্তবৃন্দ দের বাড়ি ঘরে ভক্তিভরে শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। মন্দির পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা জানান শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে জন্মাষ্টমী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ব্যাপক জনসমাগম হবে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জনসমাগম করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে।জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এ বছর শ্রী কৃষর জন্মাষ্টমী পালন করা থেকে বিরত রয়েছে মন্দির পরিচালনা কমিটি।পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী বছরে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করা হবে বলে তারা জানিয়েছেন। ধুমধাম করে জন্মাষ্টমী তিথি পালন করা হলো মন্দিরে আভ্যন্তরীণ হবে জন্মাষ্টমী পালন করা হবে বলেও জানিয়েছেন পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা। তবে এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হবে না। মন্দিরে ভক্তদের সমাগম ঘটতে দেওয়া হবে না। সরকারি বিধি নিষেধ মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথি ছোট আকারে পালন করা হবে।

ত্রিপুরা সরকার
Government of Tripura
Department of Higher Education
Online Admission to 22 General Degree Collegesunder Higher Education Department,Tripura During 2020-21

Apply Link
http://highereducation.tripura.gov.in/

Apply in four steps:
1. Register using your mail-id ID and Mobile Number
2. Provide personal information details and class 12 marks.
3. Select Course/ College preferences.
4. Upload photo, signature, 12th marksheet etc and Submit.

For Any Queries/Assistance

Call
1800-123-5886
(Toll-free)
Extentions for Colleges

Whatsapp No. 8794433676

Service Available
From 10th to 20th Aug 2020
Timing 10.00 AM to 5.0 PM

Name of College with Extention Number	
Maharaja Bir Bikram College, Agartala	(1)
Bir Bikram Memorial College, Agartala	(2)
Women's College, Agartala	(3)
Ramthakur College, Agartala	(4)
Rabindranath Thakur Mahavidyalaya, Bishalgarh	(5)
Swami Vivekananda Mahavidyalaya, Mohanpur	(6)
Government Degree College, Gandacherra	(7)
Ambedkar College, Fatikray	(8)
Government Degree College, Dharmanagar	(9)
Government Degree College, Kanchanpur	(10)
Ramkrishna Mahavidyalaya, Kailasahar	(11)
Government Degree College, Santirbazar	(12)
Iswar Chandra Vidyasagar College, Belonia	(13)
Netaji Subhash Mahavidyalaya, Udaipur	(14)
Government Degree College Kamalpur	(15)
Dasarathdeb Memorial College, Khowai	(16)
Government Degree College, Khumulwng	(17)
Government Degree College, Teliamura	(18)
Kabi Nazrul Mahavidyalaya, Sonamura	(19)
Government Degree College, Longtrai Valley	(20)
Adwaita Malla Barman Smriti Mahavidyalaya, Amarpur	(21)
Micheal Madhusudan Datta College, Sabroom	(22)
Higher Education Department, Tripura	(23)

OR

Call directly in the helpdesk of the respective Colleges. Contact details provided in respective College websites.

ICA/D-354/2020-21
**A student shall apply to a minimum of 6 courses in same/different colleges and can apply to a maximum of 15 courses in same or different colleges.

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।